কবিতা-কলাপ

শ্রীকেদারনাথ সরকার কর্ত্তৃক
প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,
১৯৬, নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক বঙ্গবাসী
মেসিন প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯০।

ভূমিকা।

আজ কাল বিদ্যার্জ্জন বিষয়ে লোকের যেরূপ অনুরাগ জন্মিয়াছে ধর্ম্মনীতি বিষয়ে তদ্রূপ অনুরাগ জন্মিলে সংসার মানব-হৃদয়ে যে একটি অসীম সুখময় স্থান বলিয়া পরিগণিত হইবে, তদ্বিষয়ে অণু-মাত্রও সন্দেহ নাই ; কিন্তু সেই ধর্ম্মানুরাগ বাল্যকাল হইতেই মন-ভাণ্ডারে সঞ্চিত না হইলে বয়সের পরিপক্কতায় ততদূর কার্য্যকারী হইতে পারে না, বিধায় সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ সুকুমারমতি বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত গুটিকতক নীতিপূর্ণ এই ক্ষুদ্র "কবিতা-কলাপ" খানি রচিত হইল। এই পুস্তক রচনা বিষয়ে কেহ কেহ আমাকে যেরূপ অনুৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে আমার পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ রক্ষিত পণ্ডিত মহাশয়, ও প্রিয়তম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়গণ সাতিশয় উৎসাহ প্রদান না করিলে আমি কখনই এরূপ দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিতাম না। যাহা হউক, এক্ষণে আমার এই ক্ষুদ্র "কবিতাকলাপ" খানি যাহাদিগের নিমিত্ত রচিত হইল তাঁহারা এতদ্দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র উপ-কার লাভ করিলেই আমার সমস্ত-পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, এই পুস্তকের সংশোধন বিষয়ে উল্লিখিত পূজ্যপাদ পণ্ডিত মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

সাহাজাদপুর,
সন ১২৯০ সাল,
৫ই ভাদ্র।

শ্রীকেদারনাথ সরকার।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৩	ভবে,	তবে,
১	১৪	নিষ্ঠূরতা	নিঠুরতা
৩	৫	তবে ভারত	ভারত
৩	৭	নয় ?	নয় ?
৪	৫	তিনি সর্ব্বশক্তি ময়,	তিনি শক্তি ময়,
৭	১৩	সর্ব্ব সক্তিময়	সর্ব্বশক্তিময়
৯	১	ভব কার্য্য	ভব কার্য্য
১৪	৪	জীব-গন্ধ।	জীব-অন্ধ
১৭	৬	মহিছে	মোহিছে
১৯	৪	অবনী·পরে।	অবনী'পরে
১০	১১	ব'ল,	বল,
২৫	৫	ক'রে	করে
২৮	১৮	হবী	হঠা
২৯	১৩	সুশৃঙ্খলে	শৃঙ্খলে
৩২	১২	অবিদ্যার	অবিদ্যার
৩৩	১৬	সকলে	স্ববলে
৩৪	৬	নয় ?	নয়,
৩৮	১১	ধনশালীষণ,	ধনশালিগণ,
৪২	৭	সাতি	মাতি,
৪৩	৯	বাড়বনলে	বাড়বানলে
৪৭	৮	বালকের	বালাকের
৫৩	১১	কোন্	কোন
৫৬	৭	ভার	ভাব

৫৯	১৩	হৃদ পদ্ম	হৃদি ক্ষেত্র
৬০	২	হৃদয় সরোজে	হৃদয়ে আবার
৬১	১৬	কুসুম-মাতা	কুসুম মালা
৬২	১৮	তারকা রইয়ে।	তারকা লইয়ে'
৬৩	৪	বিমল	বিমল ;
৬৩	৪	সতী।	সতী
৬৫	১২	বিকসিল	বিকাশিল
৭০	১৭	সর সর	শর শর
৬৮	৯	সতী।	সতী
৬৮	১৯		পূর্ব্বাশার দ্বারে আসি সম্ভাষিল পতি,
৮৬	১২	হয়ে	হয়ে,
৮৬	১৩		এ কেন জগৎমাঝে মহেশ মহিমা
৬৮	৩	"দুখ মূল সুখ-রাশি"	"সুখ মূল দুখ-রাশি"
৭২	১৪	কার্য্য-কালে	কার্য্যকালে
৭১	১৬	প্রসূতার	প্রসূতির
৭৬	১০	প্রেমবলে	প্রেমবলে,

সংখ্যা	সঙ্গীত
১	(ললিত—আড়া)
২	(ঐ—ঐ)
৩	(প্রসাদীসুর—একতালা)
৪	(ঐ—ঐ)
৭	(ভৈরবী—আড়া)

সূচীপত্র

কবিতা-কলাপ।

-:০:-

ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

১

কে বলে ঈশ্বর কিছু নয় ;
ভবের যতেক কার্য্য, প্রকৃতির(ই) কারুকার্য্য,
প্রকৃতির নিয়মেই সবারি উদয় ;
ঈশ্বর—কল্পনা মাত্র, আর কিছু নয় ?

২

ঈশ্বর না থাকিলে এ ভবে,
কেন বা তাঁহার নাম স্মরিলে, হৃদয় ধাম
মধুর ভকতি-রসে অভিষিক্ত হবে ?
কেন বা সে নামে হবে প্রেম-পূর্ণ সবে ?

৩

না থাকিলে শাসন তাঁহার
হ'ত কি ধর্ম্মের জয়, কিম্বা অধর্ম্মের ক্ষয় ?
লভিত কি স্বর্গ-সুখ ধর্ম্মে মন যার ?
কভু কি নরক-ভয় হ'ত পাপাত্মার ?

৪

হ'ত কি কাহারো কভু ভবে,
নিষ্ঠুরতা দরশনে, ঘোরতর কষ্ট মনে ?

পে'ত কি বিমল সুখ সুজন এ ভবে,
নাশিত দুখীর দুখ দয়াদানে যবে ?

৫

হ'ত যদি ভবহীন ভব,
কে করিত ভব সৃষ্টি ? প্রকৃতি রাজ্যের-রিষ্টি
কে নাশিত ? কে করিত বিধি বদ্ধ সব
নিয়ম নিচয় ?—যাহে সু-শাসিত সব।

৬

ভব-ধনে চর্ম্মের নয়নে
নাহি পেয়ে দরশন, বলে কোন্ মূঢ় জন
নাহি ভব, সুখময় ভব-কুঞ্জবনে ?
কোন্ মূঢ় কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এমনে ?

৭

অক্ষির প্রত্যক্ষ যাহা নয়,
যদি ভাব সেই পাত্র, কল্পনা সৃজিত মাত্র,
তা হ'লে জীবন যাহা কভু দৃশ্য নয়,
কেমনে অস্তিত্ব তার করিছ নিশ্চয় ?

৮

জীবনের ক্রিয়া দৃষ্টি করি
কর যদি নিরূপণ,— আছে জীবে জীব-ধন,
তা হ'লে, কেমনে হেরি ঈশ্বরের খড়ি
নাহি ভবে ঈশ্বর বলরে ইচ্ছা করি ?

৯

যদি এই ভবের মাঝারে
না থাকিত ভব-ধন, তবে করি দৃঢ় পণ,

নাস্তিক হইলে, কিম্বা না ভাবিলে তাঁরে,
অনন্ত নরক-ভয় নাও হ'তে পারে।

১০

কিন্তু যদি থাকিতে ঈশ্বর,
বল মূঢ়! এই ভবে নাই-রে ঈশ্বর, তবে
তবে ভারত চরম হবে কত কষ্টকর!
কত বা শমনাঘাতে হবে রে জর্জ্জর!

১১

তাই বলি, ওরে মূঢ় নর?
কভু যেন ভ্রান্ত মনে, ভুলনা ঈশ্বর-ধনে,
বলো না কখন যেন নাহিরে ঈশ্বর;
রাখিও ধর্ম্মের ভয় করি দৃঢ়তর।

১২

ঈশ্বর পবিত্র তেজোরাশি,
তাই তাঁরে পাপি-জন নাহি পায় দরশন;
সুজন হইয়া যদি থাক প্রেমে ভাসি,
তবেই হেরিবে তুমি তাঁর সুধা-হাসি।

ঈশ্বরের রূপ-বর্ণন।

১

ঈশ্বর কি সুধু নিরাকার?
নাহি কিগো আকার তাঁহার?
কে বলে সে ভব-ধব সাকারে করিলে স্তব,
না করেন চরমে উদ্ধার?

২

যিনি সর্ব্ব শক্তির নিধান,
যাঁর করে বিশ্বের বিধান,
না থাকিলে শক্তি তাঁর ধরিতে আকার, তাঁর
কে বলে রে সর্ব্ব শক্তিমান ?

৩

তিনি সর্ব্ব শক্তিময়, ইচ্ছাময়,
যখন যেমন ইচ্ছা হয়,
তখনি তেমনি ভাবে, রহিয়া অদৃশ্য ভাবে (১),
হইছেন ভবেতে উদয়।

৪

তাঁহার শরীর নহে জড় (২),
তাই, চর্ম্ম-চক্ষু-অগোচর ;
জ্ঞান-চক্ষু আছে যার, সেই মাত্র দেখে তাঁর,
না পায় দেখিতে পাপি-নর

৫

তিনি বিশ্বময় সনাতন,
ত্রি-জগৎ তাঁর ভদ্রাসন,
তিনি বিষ্ণু, মহেশ্বর, পূর্ণ ব্রহ্ম পরাৎপর,
তাঁর তেজ সূর্য্য, হুতাশন।

৬

শিব ময় হৃদয় তাঁহার,
শিব দানে তুষি সবাকার

(১) চর্ম্মচক্ষুর অগোচরে (২) জড় পদার্থ।

রেখেছেন নিজ বশে ; তাই, সবে প্রেম-রসে
রাখিয়াছে শিব নাম তাঁর।

৭

ভীম ভুজে প্রকৃতি সম্ভার
শাসনে রাখিয়ে অনিবার,
কালেতে করেন লয়, প্রাকৃতিক জীব চয় ;
সেই হেতু যম নাম তাঁর।

৮

এইরূপে, নানা অঙ্গ তাঁর
নানা কার্য্য করিছে প্রচার,
তাই, তাঁর ভক্তগণে ভক্তি-রসে এক মনে
নানা নামে ডাকিছে তাঁহার।

৯

তিনি জীব-দেহে জীবময় (১),
তাই, জীব (২) নাহি হয় ক্ষয় ;
তাঁহারে যে ভাবে সার, অবশ্যই হবে তার
জীবাত্মার পরমাত্মা লয় (৩)।

১০

তাঁহাকে ভাবিয়া নিরাকার,
যে জনে ভেবেছে একবার,
সুধাওতো সেই জনে, কিবা প্রেম তার মনে
ভব প্রতি হয়েছে সঞ্চার !

(১) জীবন। (২) প্রাণ। (৩) মিশাইয়া যাওয়া

১১

আবার, সাকারে ভাবি তাঁর,
নয়ন মুদিয়া এক বার,
ভাবিছে যে সেই ধনে, দেখ দেখি তার মনে
কিবা ভয় ভকতি সঞ্চার!

১২

যে বস্তুর নাহিরে আকার,
তাঁরে যদি ভাবিয়া সাকার,
প্রেম-পুষ্প উপহারে, ভজনা করিবে তাঁরে,
কেন না পাইবে প্রেম তাঁর।

১৩

কিন্তু যদি থাকেরে আকার (১),
অথচ ভাবিয়া নিরাকার,
যদি নাস্তিকের প্রায় ভজনা করিবে তাঁয়,
কেমনে পাইবে ক্ষমা তাঁর?

১৪

তাই বলি, ওরে মূঢ় মন!
নিরাকার করিয়া গণন,
বলোনা গরব করি, সাকারে ভজিলে হরি,
করিবেন কলঙ্ক (২) রোপণ।

(১) জ্ঞান চক্ষুর দৃশ্য আকার। (২) দয়াময় ও ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভৃতি নামে কলঙ্ক।

ভবের কার্য্য।

মরি মরি! এ ভব ভবনে
যখনি যে দিকে চাই, নিশ্চল নয়নে,
কত কি সুন্দর শোভা, বিভু-কার্য্য মনোলোভা।
নিরখি বিমল সুখ উপজয় মনে!

২

হেরিয়া সে অনাদির খড়ি,
ভাবিলে বিজনে তাঁরে মন স্থির করি,
স্পষ্টই প্রতীতি হয়, সর্ব্বদর্শী, দয়াময়,
সর্ব্ব-শক্তি-মান, তথ্য ন্যায়বান হরি।

৩

গ্রহ, উপগ্রহ সমুদয়,
জল, স্থল, অচল, অনিল, জীব-চয়,
অনল, অশনি, ঘন, মরীচিকা, বরষণ,
সকলি ভবের শক্তি দেয় পরিচয়।

৪

সর্ব্বসক্তিময় নিরঞ্জন,
প্রাকৃতিক দ্রব্যচয় নয়ন রঞ্জন,
বিরচিয়া নানা সাজে, অখিল জগতী-মাঝে
রেখেছেন করি সবে নিয়মে বন্ধন।

৫

জনম, মরণ, কিম্বা লয়,
যত কিছু প্রাকৃতিক নিয়ম-নিচয়,

করেছেন ভব-ধন, নহে কিছু অকারণ;
কারণ ব্যতীত ভবে কোন্ কার্য্য হয়?

৬

কারণই দেয় পরিচয়
সর্ব্ব-শক্তিমান ভব, তাই (১) সর্ব্বময়;
সর্ব্ব-শক্তিমান বলে (২), কেমন কারণ-বলে
রহিয়াও পাপি-হৃদে, নন পাপময়!

৭

ভব মাঝে সর্ব্বদর্শী ভব,
তাই ভবে যখনই ঘটিছে যে সব,
অমনি তা নিরখিয়া, পাপ-পুণ্য বিচারিয়া,
সুখ-দুখ-কার্য্যফলে শাসিছেন সব।

৮

ভব ভবে অতি দয়াবান,
তাই, জীব-দেহে জীব করিয়া প্রদান,
রক্ষিতে সে মহাধন, দিয়াছেন রিপুগণ;
ন্যায়-পথে রাখিবারে দিয়াছেন জ্ঞান।

৯

ভব ন্যায়বান, দয়াবান,
তাই, জীব কু-পন্থায় করিলে প্রয়াণ,
দয়া-ধর্ম্ম রক্ষা করে, ন্যায়-দণ্ডে দণ্ড করে,
রাখিছেন জীবগণে ধর্ম্মে মতিমান।

(১) সর্ব্ব শক্তিমান বলিয়াই
(২) বলিয়া বিধায়।

১০

এইরূপে ভব কার্য্য-সব
নিরন্তর ভব-ধামে করিছেন ভব ;
তাই বলি, জীবগণ ! কর সদা প্রাণপণ,
সাধিতে আপন কায স্মরি ভব-ধব।

স্তোত্র।

জয় ভব-পতি, অগতির গতি,
পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতন ;
জয় পরাৎপর, অনাদি ঈশ্বর,
জয় নিত্যনিরঞ্জন।
জয় দামোদর, সর্ব্ব-বিঘ্ন-হর,
সর্ব্ব শক্তিমান ভব ;
করি এ মিনতি, দেও নাথ মতি,
করিতে তোমায় স্তব।
আমি মতি হীন, ধরম বিহীন,
জপ তপ নাহি জানি ;
তাই বা, কতক করেছি পাতক,
তোমা ধনে নাহি মানি।
কতবা না জানি, হয়ে অভিমানী,
কূট তর্কে কত জনে—
করি পরাজয়, ওহে দয়াময় !
দিয়াছি দ্বি-ভাব মনে।

ভাবিনি তখন, ওহে নিরঞ্জন !
ত্যজিলে এ দেহ-ভার ,
যত কিছু মম, ধরম করম,
হইবে বিচার তার ।
কুসঙ্গে পড়িয়া, কুরঙ্গ করিয়া,
কত যেন দয়াময় !
করেছি সঞ্চয়, কলুষ নিচয়,
না রাখি তোমাতে ভয় ।
কত বা কখন, হয়ে জ্বালাতন,
আপন করম-দোষে,
না গণি প্রমাদ, তব অপবাদ
করেছি, পরম রোষে ।
বুঝিনি তখন, ওহে সনাতন !
তুমি অগতির গতি ;
যত দুখ বল, দিয়াছ কেবল,
রাখিতে ধরমে মতি ।
তুমি দয়াময়, হইয়া সদয়,
দিয়াছ আমায় কায়া ;
জীবন হইয়া, হৃদি-মাঝে গিয়া,
দেখাইছ কত মায়া ;
দেহ রক্ষিবারে, দিয়াছ আমারে,
ছয় রিপু করী সম ;
জ্ঞানাঙ্কুশ আর, দিয়াছ আমার,
রাখিতে তাদের দম ;

স্বাধীনতা-ধনে, রাখিতে যতনে,
দিয়াছ স্বাধীন মন ;
হস্ত, পদ, বল, দিয়াছ সকল,
লভিতে ফলদ ধন ;
সুখে রাখিবারে, বিবিধ প্রকারে,
দিয়াছ জিনিষ যত ;
না যায় জীবন, তাইতে জীবন,
রেখেছ ধরায় কত।
এত উপকার, পাই অনিবার,
তবু নাথ তোমাধনে।
না করি ভজন, কেবল জীবন,
কাটিছি কলুষ-সনে।
নাহি মম মতি, ধরমের প্রতি,
কেমনে জগৎ-সার !
পাইব নিস্তার ? কেমনে আমার
ঘুচিবে নরক-ভার ?
আমি নীচাশয়, ওহে দয়াময় !
করি মোরে দয়া দান,
কুমতি নাশিয়া, তত্ত্ব-জ্ঞান দিয়া,
করহ কলুষে ত্রাণ।

দয়া।

মরি মরি! সংসার ভিতরে
যত কিছু ধর্ম্ম-কর্ম্ম অবিরত হইছে গোচর
দয়া গুণ সবারি ভিতরে,
কেমনে মহত্ত্ব, দেখ, দেখাইছে থাকি অগোচর!

২

আপামর সকলেই জানে
দয়ার সমান গুণ দুটী আর নাহি মহীতলে,
কিন্তু, বল, কয় জন জানে
দয়ার স্বরূপ কিবা, কিম্বা সেই দয়া কা'কে বলে

৩

আছে এই ভব-পারাবারে
যত কিছু পবিত্রতা——সুবিমল অমূল্য রতন,
দয়া গুণ জিনিয়া সবারে
আপনার পবিত্রতা-রূপে ভাসে, (১) মনের মতন।

৪

দয়া গুণ সেই গুণরাশি,
যে সকল গুণ বলে নিরাকার অনাদি ঈশ্বর
প্রকাশিয়া স্বীয় তেজোরাশি,
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়াদি করিলেন, করেন বিস্তর।

---

(১) প্রকাশ পায়।

৫

দয়া গুণ সেই গুণ ভবে,
যে গুণ বিধান করি, শিব-দাতা বিবিধ প্রকারে
দিয়াছেন জীব-জন্তু সবে,
বিধি মত ব্যবহারে সৎপথে রাখিতে সবারে।

৬

অহো! দয়া কেমন নির্ম্মল!
কেমন সুখদ ইহা সসাগরা সংসার-আগারে!
এই গুণ যাহার সম্বল,
না জানি কেমন ফুল্ল তার হৃদি, নীতি-রত্ন হারে!

৭

অহো! এই ভবের মাঝারে
যদি মুহূ না শোভিত দয়া-ধনে জীবের অন্তর,
না জানি, কি পরুষ আচারে
জীব-লোক কোন্ দিন হইত রে মরু ঘোর তর!

৮

বন্ধুতা, প্রণয়, স্নেহ আদি,
যত কিছু উচ্চ ভাব, জীব-হৃদে হের বিরাজিত,
দয়া-ধন সকলের (ই) আদি,
সুধুমাত্র পাত্র ভেদে, ভিন্নাকারে, হয় রে সাধিত।

৯

মাতৃ-হৃদে যত মায়া ভার,
পুত্র-হৃদে শ্রদ্ধা, কিম্বা যত রূপ ভকতি-সঞ্চার,
সকলই দয়া মূল সার;
দয়া না থাকিলে, কভু হ'ত কিরে এসব সঞ্চার?

১০

ঈর্ষা, দ্বেষ, শঠতা নিচয়,
যত কিছু ক্রূর ভাবে, জীবগণ হইছে নিধন,
সকলই দয়াভাবে (২) হয় ;
তাই বলি,জীব-সজ্ঘ (৩)। ভ্রমেও না ভুলো দয়া-ধন।

১১

দয়া-ধন ভব-দুখ-হর,
যদি দয়া তাই না হইত এই ভবের ভিতরে,
তা হ'লে কি দয়া করি হর
করিতেন অসু (৪) অন্ত, স্থবিরের দুখ নাশ তরে ?

১২

দয়া-ধন অমূল্য রতন,
এই ধন ন্যায্যরূপে, যোগ্য পাত্রে, যেই জন ভবে,
সযতনে করে বিতরণ,
সেই জন এক মাত্র, অন্তে অনাদির কৃপা লভে।

১৩

এ ধনের কেমন অদ্ভুত
ক্রিয়া-কাণ্ড ! শকতিবা কেমন অসীম মহীতলে !
কেমনে রাখিছে বশীভূত
হিংসক অরাতি-চয়, স্বীয় আশ্রিতের করতলে !

১৪

দয়া সম ব্রহ্ম-অস্ত্র আর
নাহি ভবে, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা লইবার তরে ;

(২) দয়া অভাবে।
(৩) সজ্ঘ—সমূহ।
(৪) প্রাণ।

এই অস্ত্র যে করেছে সার,
অবশ্য, অবশ্য জয়ী হ'বে সেই ত্রি-লোক ভিতরে।

১৫

দয়া-ধন হৃদয় মাঝারে
যেইজন ন্যায্যরূপে একবার করেছে ধারণ,
মরি মরি! তার ব্যবহারে
কেমন জীবের পাপ, শোক, দুঃখ, হয় নিবারণ!

১৬

এই ধন যেই মহাজন
মুখ্য ধন বলি, হৃদে প্রাণপণে রাখিবে যতনে,
অবশ্য, অবশ্য সেই জন
অটুট অক্ষয় মান লভিবেক, এ ভব-ভবনে।

১৭

এই ধন, যদি ন্যায্যভাবে
বিতরিতে প্রাণি-কুলে, থাকেরে মনন এই ভবে,
তা হ'লে,এ ধন নানাভাবে,
ব্যক্তি ভেদে,কার্য্য-ভেদে,যথাযোগ্য বিতরিতে হবে।

১৮

যদি এই ভব-পারাবারে,
দরিদ্রের দরিদ্রতা বিদূরিতে থাকেরে মনন,
ধন-রত্ন বিতরিবে তারে,
তাহলে বুঝিবে, হ'ল দরিদ্রেতে দয়া বিতরণ

১৯

সম দুখ প্রকাশিয়া যবে
তাপিতের তাপ-রাশি নিবারণ করিবে যতনে,

তখনই ধরিতে হইবে,
তাপিতের তাপ নাশ করিয়াছ, দয়া বিতরণে

২০

বিপদে পতিত জীবগণে,
বিপদ হইতে যদি কোনরূপে করহ উদ্ধার,
তাহ'লে, গণিবে হেন মনে,—
বিপদে করেছ দয়া, নাশিতে তাদের দুখভার।

২১

কু-পথে না করি পদার্পণ,
যদি এই ভব-মাঝে ধর্ম্ম রক্ষা করহ যতনে,
তাহ'লে বুঝিবে, ধর্ম্মধন
রেখেছ পবিত্রভাবে, সুবিমল দয়া বিতরণে।

২২

যদি কর তস্কর-নিকরে
ধর্ম্ম-উপদেশ, কিম্বা সমুচিত শাসন-বিধান,—
ন্যায়-পথে আনিবার তরে,
তা হ'লে জানিবে, হ'ল তস্কর-নিকরে দয়া দান।

২৩

যদি কভু পরাজিত জনে
না করি পীড়ন, কর সমাদরে আশ্রয় প্রদান,
তা হ'লে বুঝিবে, সেই জনে
(রাখিয়া মহত্ত্ব ভবে) করেছ অসীম দয়া দান।

২৪

এইরূপে করি দয়া দান,
যদি কর জগতের উপকার, সুকার্য্য সাধন,

চিরকাল রবে তব মান,
অন্তিমে অবশ্য তুমি পাইবে বিভুর দয়াধন।

সতীত্ব।

১

এ ভব-ভবনে, নারী-কুঞ্জবনে,
মরি কি সুষম সতীত্ব-ফুল!
এ ফুল-সৌরভ, ছুটি ত্রিভুবনে,
মরি কি মহিছে মনুজ-কুল!

২

গোলাপ, বকুল, বেলী, জুতি, জাতী,
বিকসিত হ'লে প্রকৃতি-বনে,
ক্ষণেক সুবাস চারিদিক মাতি,
বিলীন হইছে মারুত সনে।

৩

সতীত্ব-কুসুম রমণী-কাননে
ফুটি যদি কভু উজলে দিশি,
চির-বাস তার রহিছে ভুবনে,
অনন্ত-গীতিকা-হিল্লোলে মিশি।

৪

প্রকৃতি-কাননে কুসুম ফুটিলে,
বিভুপদে বরে মনুজগণ;
নারী-কুঞ্জবনে সতীত্ব ফুটিলে,
আপনেই বিভু তুলিয়া লন।

৫

সতীত্বেই সুধু কুলের কামিনী
লভিছে ধরম, স্বরগ ধাম।
সতীত্বের হীনে নিরয় গামিনী,
বিফল সকল মানস-কাম।

৬

নারী-কুঞ্জবনে সতীত্ব-স্তবক
বিকাশিত হলে, পরীক্ষা-স্থলে
না করি দহন, আপনি পাবক
পবিত্র হয়, সে সতীত্ব বলে।

৭

সতীত্ব মুকুলে মুকুলিত হয়ে
সীতা-সতী, দেখ, সাগর-পারে
পশিলে অনলে, অনল সভয়ে
লইলেন ক্রোড়ে যতনে তাঁরে।

৮

সতীত্ব-কুসুম যেমন সুষম,
তেমনি দুর্লভ এমহী তলে,
অথবা সুলভ বনফুল সম,
রাখিলে এ ফুলে যতন বলে।

৯

সতীত্ব-কুসুমে ধরিয়ে যতনে,
এমনি সুভগা সাবিত্রী-সতী,
বাঁচাইয়ে, দেখ, হৃদয় রঞ্জনে,
চরমে স্বরগে করিল গতি।

১০

সতীত্ব-কুসুম এমনি অতুল,
এমনি পাবন শকতি ধরে,
নাহি হেন ফুল এর সমতুল,
প্রসূন-সঙ্কুল(১) অবনী-পরে।

১১

অন্য বিধ ফুল ফুটিছে যেমন
অমনিই কালে পাইছে লয়,
এ সুন্দর ফুল নহেত তেমন,
কাল-শিরে ইহা অক্ষয় রয়।

১২

তাই, হেন ফুল ভুলি, যে মহিলা
অনিত্য কুসুম হৃদয়ে ধরে,
তার সম, ব'ল, কুমতি কুশীলা,
কেবা আছে আর অবনী-পরে?

১৩

তাই বলি, যেন কুল-বালাগণ
ভ্রমেও এ ফুল না করে হেলা;
হ'লে হীন হেন কুসুম-রতন
করিবে কি পার ভবের ভেলা (২)?

(১) ব্যাপ্ত; সমাকীর্ণ। (২) এস্থলে ঈশ্বরকে বুঝাইয়াছে।

সতী কাহাকে বলি।

১

লভিয়ে জনম এ ভব-ভবে,
যে বালা জীবনে না বরে পতি
ভাবুক সে বালা দুবেলা ভবে,
কখনই ভবে নহে সে সতী।
পুত্র আশে কর (১) না করি দান,
পুন্নাম নরকে কে হয় ত্রাণ ?

২

মনে মনে একে বরণ করি,
অন্য বরে যদি অর্পিতা হয়,
হেন বরে বালা হৃদয়ে ধরি,
সতীত্বে কি কভু শোভিতা রয় ?
এ পাপের ভোগ ভুগিবে কে ?
অন্য বরে তারে সোঁপেছে যে।

৩

পরিণীতা হয়ে, পতির প্রতি
অচলা ভকতি নাহিক যার,
থাকুক ভকতি ভবের প্রতি,
কিবা ফল তাহে ফলিবে তার ?
পতি প্রতি যার নাহিক মতি,
বল দেখি তারে কে বলে সতী ?

(১) পাণি। (করদান পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণকারী পুত্র লাভার্থে, অতএব করদান না করিয়া কোন্ বালা পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ পাইতে পারে ?)

৪

যে জায়া, পতির সুখেই সুখ,
জীবনে জীবন, না ভাবে মনে,
অথবা পতির দুখেই দুখ,
মরণে সংহতি, কভু না গণে,
তারে সতী, বল, কে বলে ভবে ?
তার কি বসতি স্বরগে হবে ?

৫

পতি সদা ব্রত, পতিই ধ্যান,
হেন ভাব মনে নাহিক যার,
যে না করে পতি দেবতা জ্ঞান,
সতী নাম, কভু শোভে কি তার ?
পতিব্রতা সতী না হয় যে,
দ্যু-লোক বাসিনী হয় কি সে ?

৬

পতি-নিন্দাবাদ শুনিছে যথা,
তথা জায়া যদি বসিয়া রয়,
অথবা শুনিয়ে মরমে ব্যথা
না পেলে, সতীত্ব কোথায় রয় ?
পতির পরাণে পরাণ যায়,
পতিনিন্দা কভু সহে কি তার ?

৭

নিরখি পতির ব্যসনে (১) মতি,
যে বালা সুমতি না দেয় তাঁরে,

(১) মদ্যপানাদি ১০ প্রকার কামজ ও প্রতারণাদি ৮ প্রকার কোপজ দোষ।

হউক সে বালা সরলা মতি,
তবু আমি সতী না বলি তারে।
কণ্টক দেখিয়ে করিলে ভয়,
কেমনে তুলিবে কমল-চয় ?

৮

"জায়াপণ-" করি হারিলে পতি,
জায়া যদি তাঁর না রাখে পণ,
থাকুক অটল ঈশ্বরে মতি,
তবু সে বঞ্চিত সতীত্ব-ধন ;
পতির ধরম করিলে নাশ,
হয় কি কাহারো স্বরগে বাস ?

৯

জায়া-জীব হ'তে চাহিলে পতি,
জায়া যদি তাহা সাধন করে,
না হয় জায়ার দ্যু-লোকে গতি,
পাপানলে স্বধু দহিয়া মরে,
জায়া-পতি যদি সতীত্ব নাশে,
উভয়ে(ই) যাইবে নরক-বাসে।

১০

পলিত, অসিত, মলিন, শীন (১),
অথবা বিরূপ, নিরখি পতি,
হইছে যাহার পিরীতি হীন,
কেমনে তাহারে কহিব সতী ?

---

(১) মূর্খ।

পতি হয় যার হৃদয় ভার,
সতীত্বের ফল ফলে কি তার ?

১১

পতি-আজ্ঞা বিনা, বিধবা বালা
পুনঃ পতি যদি বরণ করে,
সে বালা অসতী ; নরক-জ্বালা
অবশ্য ভুগিবে, মরণ পরে।
সতীত্ব-বিধির যে বামা বাম,
বিধি কি তাহার নহেন বাম ?

১২

প্রাণপণে যিনি যতন করি
অনুকের (২) হাতে না পান পার,
হেন অসতীরে কখন (ই) হরি
পাঠান না ভীম নরক-পার।
এ পাপের ভোগ ভুগিবে কে ?
সতীত্ব-রতন হরেছে যে।

১৩

সতীত্ব-রতন অমূল্য নিধি ;
এ নিধি যে বালা যতন করি
রাখিবে বিমল, তাহারে বিধি
রাখেন সাদরে ত্রিদিব পরি।
পতিব্রতা সতী যে বালা হয়,
তার যশঃ ভবে অক্ষয় রয়।

---

(২) কামুক।

১৪

সতী হ'তে ভবে বাসনা হ'লে,
ধন, মান, মন, শরীর, প্রাণ,
যা কিছু ভাবিবে আপন ব'লে,
সকলি পতিকে করিবে দান ;
পতিকে যে বালা ভাবিছে সার,
ভূলোক (ই) দ্যু-লোক হইছে তার।

১৫

পতি, ভব-পতি, সমানে যাঁর
বিরাজিত সদা হৃদয়-মাঝে,
তিনি মহাসতী ; সতীত্ব তাঁর
অটল, অক্ষয়, ত্রিলোক মাঝে
সতীত্ব রাখিতে চাওতো, ভাব
সাবিত্রী সীতা ও সতীর ভাব।

স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষাই সাংসারিক উন্নতি ও সতীত্ব রক্ষার প্রধান সোপান।

১

মরি কিবা মধুময়ী বিদ্যার প্রতিভা রে ?
এ প্রভা যে মহীতলে
ধরিছে যতন-বলে,
কেমন অমিয় মাখা হয় তার শোভা রে ?
মরি কিবা মধুময়ী বিদ্যার প্রতিভা রে ?

২

যত দেখ হেম হার রমণীর গলে রে,
সব চেয়ে এই হার
শোভিবে কণ্ঠেতে তার,
পরায়ে একটী বার দেখ কুতূহলে রে!
মরি কি সুষম ক'রে এ হার উজলে রে!

৩

মরি মরি এই হারে কিবা শোভা পায় রে?
এ হার এ ধরাতলে
পরিলে কামিনী গলে,
আপনি সাজিয়ে দেখ পতিরো সাজায় রে!
হেম-হার কভু হেন শোভে কিরে তায় রে?

৪

যে হারেতে নর-নারী হেন শোভা পায় রে,
কেন রে পুরুষগণ,
নিজে পর হেন ধন,
সাজায়ে সামান্য ধনে সরলা বালায় রে?
ধিক্‌রে পুরুষ তোর পক্ষপাতী অক্ষিরে।

৫

কেন নর অবলারে করিছ ছলনা রে?
ভাবিছ কি বিদ্যা-ধন
না থাকিলে, এ আনন
কেমনে দেখাব ভবে বিদুষী ললনা রে?
তাই কিরে অবলারে করিছ ছলনা রে?

৬

যদি থাকে হেন ঘৃণা, কেন ধিক্ দিয়ে রে ?
আপন মনের প্রতি,
নাহি কর দৃঢ়মতি
লভিতে এমন ধনে, মনোযোগ দিয়ে রে ?
মূঢ়ের এ ধরামাঝে কি ফল বাঁচিয়ে রে ?

৭

ভেবেছ কি এই হার অবলার নয় রে ?—
হ'তো যদি অবলার,
তা হ'লে কেন বা তার
পুরুষের চেয়ে এত হীন-বুদ্ধি হয় রে ?
কেন বা তাহারা এত পরাধীন রয় রে ?

৮

তাই যদি ভেবে থাক সে তোমার ভুল রে ;
হীন বুদ্ধি তারা নয়,
এ স্থধু কার্য্যেতে হয়,
নহিলে তাদের বুদ্ধি নর সমতুল রে ;
অবিদ্যাই দেখ ভেবে এ সবার মূল রে।

৯

দেখ দেখি চাষাদের চেয়ে একবার রে,
দেখিবে—দেখিবে তারা
সকলেই জ্ঞানহারা,
তাহাদের চেয়ে কত ভদ্র-মহিলার রে
অসীম বিবেক বুদ্ধি, ভদ্র ব্যবহার রে।

১০

যদি বল " অবলারে এ হার প্রদান রে "
এ এক নূতন কথা !
এ যে রে অদ্ভুত কথা !
কখনতো শুনি নাই হেন অবদান (১) রে !
আজ কি নূতন সৃষ্টি হইবে বিধান রে ?

১১

বল দেখি, প্রথমে যখন ধরাতলে রে
নর-নারী জনমিল,
তখনি কি পেয়েছিল
সকল ক্ষমতা নর, স্বীয় করতলে রে ?
তখনি কি শোভেছিল বিদ্যা-বুদ্ধি-বলে রে ?

১২

যদি বল অবলারে দিলে এই হার রে
না থাকে নম্রতা তার,
পরি তারা এই হার
সদাই উন্নত শিরে করে অহঙ্কার রে ;
কে পারে সহিতে হেন পরুষ আচার রে ?

১৩

বল দেখি, যেই ধন আছে সবাকার রে,
সে ধন পরিয়ে কার
হয়ে থাকে অহঙ্কার ?
কে করে গরব অন্ন করিয়া আহার রে ?
তেমনি জানিবে বিদ্যা হইলে প্রচার রে।

(১) সৎকর্ম্ম (এস্থলে ব্যঙ্গ ছলে উক্ত হইয়াছে।)

১৪

যদি বল এ হার হইলে নারীগত রে,
নাহি রবে ইষ্টি (১) আর,
রিষ্টিই (২) হইবে সার,
সংসার-বিষের বৃক্ষে হবে পরিণত রে ;
কলুষ-কলাপ-ফলে হবে সব হত রে ।

১৫

তাই যদি বল, তবে পুরুষের গলে রে
এ হার শোভিলে, কেন
না ফলিবে ফল হেন ?
" যত দোষ নন্দঘোষ " এই নীবি-(৩) বলে রে
সুধু কি নারীর (ই) বেলা বিষ-ফল ফলেরে ?

১৬

যদি সুধু নারীতেই ফলে বিষ-ফল রে,
তা হ'লে না জানি খনা
প্রকাশিয়ে গুণপণা,
কত বা নরের হৃদে ঢালি হলাহল রে,
মানবী-জনম হেন করেছে বিফলরে !

১৭

না জানি পরিয়ে এই বিদ্যা-ধন-হার রে;
লীলাবতী, দুর্গাবতী,
হবী (৪) আদি বিদ্যাবতী,

(১) এস্থলে মঙ্গলের আশা। (২) অমঙ্গল। (৩) পুঁজি, সম্বল। (৪) এই সকল মহিলাগণের জীবন-চরিত " প্রবন্ধ কুসুমে " সুচারুরূপে বর্ণিত আছে।

করেছে বা সংসারের কত অপকার রে ?
কত বা মানব-বুদ্ধি করেছে সংহার রে ?

১৮

যদি বল নিয়ত অন্দরে বাস যার রে,
যার এই অবনীতে
কভু ভৃতিজীবী হ'তে
নাহি হয়, তার কণ্ঠে এ সুষম হার রে
কি কায পরায়ে ? এতে কিবা ফল তার রে ?

১৯

বল দেখি, যত কাল এই বিদ্যা-হার রে
ছিল নাকো ধনকরী,
ছিল মাত্র জ্ঞানকরী,
কেন নর ! তত কাল করেছিলে সার রে
যেন জপ তপ ধর্ম্ম এই বিদ্যা-হার রে ?

২০

বিদ্যা কি বাঁধিতে নরে দাসত্ব-সুশৃঙ্খলে রে ?
তাই যদি হবে নর,
করি হৃদি দৃঢ়তর
পরিয়ে এ হার গলে, স্বাধীনতা-বলে রে
কেন নর মহীয়ান্ হয় ধরাতলে রে ?

২১

অবলা সরলা যদি এই হার পরে রে,
তা হ'লে দেখতো, তার
হইলেও দুখ-ভার,

কেমন আনন্দ ভোগ করে সে অন্তরে !
যদি সে মনের সাধে পুঁথি খুলে পড়ে রে।

২২

যদি ভাব অবলারে পরালে এ হার রে
হয় তার উচাটন,
নাশে সে সতীত্ব-ধন,
সংসারে কলঙ্ক মাত্র হয় তার সার রে ;
হয় রে তাহার চক্রে ধরম সংহার রে।

২৩

ভেবে দেখ দেখি যারা না পরে এ হার রে
তাহারা ক'জন সতী ?
ক'জন বা বুদ্ধিমতী ?
ক'জন বা পাপে দগ্ধ না করে সংসার রে ?
ক'জন বা নাহি বহে ভ্রূণ- (১) হত্যা-ভার রে ?

২৪

অহো হো ! তাহারা যদি কখনো কঠোরে রে
পরিত এ হার গলে,
তা হ'লে কি তমোবলে
পারিত নাশিতে যারে ধরেছে জঠরে রে ?
অনক্ষর অসতীর হৃদি কি কঠোর রে ! ! !

২৫

অহো হো ! তাহারা যদি এ হার পরিত রে,
তা হ'লে বিধবা হয়ে,
কখনো কি লাজ-ভয়ে,

---

(১) গর্ভস্থ বালক।

পুনঃ পতিম্বরা হ'তে বিমুখ হইত রে ?
হ'তো কি তা হ'লে হেন কলুষ সঞ্চিত রে ?

২৬

যে বিদ্যার তমোনাশ(ই) প্রধান ধরম রে,
সে বিদ্যা কি নারীকুলে
পশিলে, ধরম ভুলে
হিত না করিয়ে, করে অহিত করম রে ?
এ কথা বলিতে কিরে না হয় সরম রে ?

২৭

হইলে অসতী-বালা বিদ্যা-হার পরে রে,
সে কি রে বিদ্যার দোষে ?
সে যে রে প্রকৃতি-দোষে,
অথবা স্বামীর(ই) দোষে বিপাকে সে পড়ে রে,
নহিলে থাকিতে বিদ্যা কে সতীত্ব হরে রে ?

২৮

নবীন বয়সে যদি রমণী-নিচয় রে
অযথা প্রশ্রয় পায়,
অথবা শুনিতে পায়
অশ্লীল নাটক ভাষা গীতিকা-নিচয় রে,
হয় না তা হ'লে কিরে কু-বুদ্ধি সঞ্চয় রে ?

২৯

হয় নাকি দধি, দুগ্ধে চোনা (১) যদি পড়ে রে ?
তেমতি জানিবে সার
বিদুষীর দুখ-ভার ;

---

(১) গো-মূত্র।

নহিলে দাও তো দেখি ধর্ম্ম পুথি করে রে,
দেখ দেখি কি মধুর ফল তাহে ধরে রে।

৩০

যে বিদ্যা নাশিতে পারে ভ্রম-অন্ধকার রে,
সে বিদ্যা কণ্ঠেতে ধরি,
জ্ঞান-উপদেশ পরি,
হয় না কাহার বল সাধুতা বিস্তার রে?
কেনা বুঝে উচ্চাবচ (১) পরিয়ে ও হার রে?

৩১

বিদ্যার আলোকে যথা প্রকৃতি সম্ভার রে
হয় সদা আলোকিত,
তেমনি রে হিতাহিত
বিবেক তাদের করে সতীত্ব বিস্তার রে;
অবিদ্যার জ্ঞান নাশ, সতীত্ব সংহার রে!

৩২

দেখ দেখি একবার তুলনা করিয়ে রে
বিদুষী বা কত জন
হারায় সতীত্ব-ধন?
ক'জন বা অনক্ষর যতন করিয়ে রে
রেখেছে এমন রত্ন, হরিষে ধরিয়ে রে?

৩৩

সরলা অবলা যদি এ হার না পরে রে,
নাহি বুঝে শিবাশিব,
কত রে করে অশিব,

(১) ভাল মন্দ।

করায়ে কুপথ্য সেই সন্তান নিকরে রে
ধরেছে যাদের, এত কঠোরে জঠরে রে !!!

৩৪

না পারে বুঝিয়া খে'তে, আপন বিভব রে,
থাকিতে অতুল ধন
তবু যেন নাহি ধন,
থাকিতেও বাক্‌শক্তি তবু সে নীরব রে ;
পরের করেতে তার হয় লয় সব রে।

৩৫

না পারে সন্তান-ধনে করিতে শিক্ষিত রে,
নিজেও যেমন রয়,
তনয় (ও) তেমনি হয় ;
ভ্রম-অন্ধকার-রাশি ঘেরে তার চিত রে ;
পশিলে কোরকে(১) কীট, হয় কি রক্ষিত রে ?

৩৬

পুরুষ বরং যদি না পরে এ হার রে,
তবু নানা দেশ হেরি,
নানা মন্ত্র শিক্ষা করি,
সকলে করিতে পারে দেশের উদ্ধার রে ;
অবলা অন্দরবাসী কি উপায় তার রে ?

(১) কুঁড়িতে (অল্পবয়সে)

৩৭

আহা! হা! এভবে এক-ব্যবসায়ী যারা রে
তাদের কেমন মিল?
স্বতন্ত্রে কি সেই মিল।
হয় সংঘটন কভু? কিবা সুখী তারা রে?
একতা-বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে যারা রে?

৩৮

তাই বলি নর! তুমি আপনি যেমন রে
পরিবে এ হার গলে,
পরা'ও নারীর গলে
এ হার-রতন, করি যতন তেমন রে,
যদি থাকে প্রণয়ের মিলনতে মন রে।

৩৯

যদি পক্ষপাতী হ'তে না থাকে মনন রে,
যদি থাকে ভব প্রতি
স্থিরতর তব মতি,
ভবের উন্নতি প্রতি থাকে যদি মন রে,
অবিদ্যায় অবলারে করোনা শাসন রে।

৪০

অবলা শাসিতে যদি হয় প্রয়োজন রে,
বিদ্যার অমোঘ অস্ত্র—
পৌরাণিক নীতি শাস্ত্র

থাকিতেও, বল, তাহে কোন মূঢ় জন রে
তম-আশীবিষ-বিষে করে জ্বালাতন রে ?

৪১

বিদ্যাই জানিও রাখে সাংসারের মান রে ;
এ হারে অবলা-গণ
হয় যদি সু-শোভন,
হইবে উন্নতি তবে, নাহি তাহে আন রে ; (১)
বিদ্যাই জানিও ভবে সতীত্ব সোপান রে।

বিদ্যা।

অয়ি বিদ্যা দেবি। মরি কি কৌশল
পাতি ধরা তলে, মানব সকল
জ্ঞান-সুশাসনে করেছ প্রবল !
মরি কি তাহারা সফল কাম !

২

ওগো মাতঃ! তুমি যাহার অর্জ্জিত
যতন-রতনে, হয়ে কত প্রীত
কর সদা তার বিবেক মার্জ্জিত ;
মরি তার হৃদি কি সুখ-ধাম !

---

(১) অন্যথা।

৩

অহো ! তব পদে যাহার আশ্রয়,
কিবা সংস্কৃত তাহার হৃদয় !
সাধুতা, সভ্যতা, পবিত্রতা-চয়,
কেমন প্রভায় শোভিছে তায় !

৪

কেমন আবার প্রতিভা-নিচয়
নাশি তমোরাশি, বিপদ, বিস্ময়,
করিছে আভায়, দেব-ভাব-ময়,
সুধা-তত্ত্ব-জ্ঞান দিয়ে তাহায় !

৫

আবার হে মাতঃ ! তোমায় যে জন
করে অযতন, হয় অভাজন,
পশু-আত্মা তার না ঘুচে কখন ;
রিপু-কালে কালে পায় সে লয় !

৬

সুকৃতি অর্জ্জন, সমাজ শোধন,
ধর্ম্ম, জ্ঞান, মান, যশঃ উপার্জ্জন,
না হয় তাহার, কেবল চয়ন
করে সে জীবনে, কলুষ চয় !

৭

অয়ে মাতঃ ? তব মহিমা অপার,
নাহি তব কাছে জাতির বিচার,
অথবা ধনের নাহি অধিকার
রাখিতে তোমায় আপন বশে।

৮

তুমি মাতঃ ? শুধু যতনের ধন,
তোমায় লভিতে, করি প্রাণপণ
যে জন নিয়ত করেন যতন,
থাক বাঁধা তুমি তাঁহারি বশে

৯

অহো ! ভবে তুমি কি যে মহাধন,
কার সাধ্য তাহা করে নিরূপণ ?
"নবরস," যাহা অতুল রতন,
সেও মহীয়ান্ তোমারি তরে।

১০

এই ধরা মাঝে যাহার যে ধন,
দিলে অন্যে, তার না রহে কখন ;
কিন্তু বিদ্যে ! তুমি হ'লে বিতরণ,
থাক বৃদ্ধি পেয়ে দাতাকে ধরে।

১১

প্রবাল, মুকুতা, রজত, কাঞ্চন,
হেরি ত্রিভুবনে যত কিছু ধন,
জ্ঞাতি-শত্রু-করে সবারি বণ্টন,
সবারি হরণ হইতে পারে ;

১২

কিন্তু, তোমা ধনে করিয়ে যতন
একবার যেবা করে উপার্জ্জন,
তা হতে বণ্টন, অথবা হরণ,
কার সাধ্য করে ত্রিলোকাগারে ?

১৩

এ ভব-মাঝারে, কেহ অন্য ধন
করিলে গোপন, অথবা হরণ,
জানিতে পারিলে ধনশালীগণ,
ফেলে তারে যেন কালের মুখে ;

১৪

কিন্তু, তোমা ধনে যেই মহাজন
একবার হৃদে করিছে ধারণ,
বুদ্ধি-বল তাঁর করিছে রক্ষণ ;
কাল হরে সে ত পরম সুখে।

১৫

তোমা ধনে ধনী হইয়ে, যে জন
কুপথ যতনে করিয়ে বর্জ্জন,
রাখেন ঈশ্বরে মতি সর্ব্বক্ষণ,
তাহারি জীবন সুখের ধাম।

১৬

তাই বলি, সবে করি দৃঢ় পণ,
কর উপার্জ্জন বিদ্যা মহাধন;
ধরমের পথে কর পদার্পণ;
তা হ'লে পাইবে স্বরগ-ধাম॥

নীতি-রত্ন-হার।

গোপনে রাখিতে যাহা
করেছ মনন, তাহা
বন্ধুরো নিকটে যেন বলো না কখন,
বন্ধুরো থাকিতে পারে বন্ধু অগণন।

২

যদি এই মহীতলে,
আপন ক্ষমতাবলে,

সুখে কাল কাটাইতে থাকেহে যতন,
রাখিও সঞ্চয় তবে, পিপীলী (১) মতন।

৩

শুভ কাজ যে যখন
সাধিতে করিবে পণ,
অমনি, তখনি তাহা করিবে সাধন,
নহিলে ব্যাজেতে কাজ হইবে নিধন।

৪

দান-ফল যদি চাও,
অধনকে ধন দান,
ধনীকে কখন ধন করো নাকো দান,
কি ফল নীরুজে করি ঔষধ প্রদান?

৫

সংসার-সরসী-জলে,
চরিত্র-কুসুম-দলে
রাখিতে বিমল, যদি থাকেরে মনন,
পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ করিও গণন।

(৬)

সুজন হইতে যাঁর
থাকে আশা, যেন তাঁর

(১) পিপীলিকা। পিপীলিকাগণ শীতের প্রভাব সহ্য করিতে পারে না বিধায় গ্রীষ্মকালেই শীতকালের খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে।)

পর-ছিদ্রে অন্বেষণে নাহি থাকে মন,
থাকে যেন নিজ-ছিদ্রে নিয়ত নয়ন।

৭

পর-দোষ উদ্‌ঘাটন,
পর-নিন্দা অকারণ,
পর-দ্বেষ, পর-হিংসা, করে যেই জন,
অনন্ত নরকভাগী হয় সেই জন।

৮

শরীর অনিত্য ধন,
নহে স্থায়ী কদাচন,
জানিয়াও কেন পুণ্য করনা অর্জ্জন,
পরহিতে এই ধন করি বিসর্জ্জন ?

৯

পর-চিত্ত অন্ধকার,
অথচ দেখিতে তার,
হৃদয়ের ভাব ভঙ্গি, দেখিবে কেমন ?
দেখিবে, মুকুরে মুখ দেখালে যেমন।

১০

থাকে রে বাসনা যার,
যেতে পারাবার-পার,
সাধিতে মনন যদি করে রে যতন,
বেলা-ভূমি অন্ততঃ সে করে উত্তরণ।

১১

নদীর যেমন গতি,
তেমনি কালের গতি,

তাই, যার হেলায় যাইছে কাল বয়ে,
থাকে তার মন-ক্ষেত্র মরু-ভূমি হয়ে।

১২

প্রতিজ্ঞা করিয়া, পণ,
করিও না কোন জন,
যেহেতু জান না ভালে কি আছে কখন,
যেহেতু জীবনে নাই বিশ্বাস যখন।

১৩

কুসঙ্গে কুরঙ্গে সাতি,
যৌবন কুসুম-ভাতি,
পাপ-দাবানলে কভু করোনাকো লয়, (১)
যদি চাও গুণ-বাসে (২) হইতে অক্ষয়।

১৪

জনমিলা মহীতলে,
যাঁদের যতন-বলে,
জানিও, তাঁরাও তব ঈশ্বর ঈশ্বরী,
পূজিও তাঁদের (ও), যথা পূজিবে শ্রীহরি

১৫

পূজিয়া বিভুর পদ
দিয়া মন-কোকনদ,
মোক্ষ লভিবারে যদি থাকে ভবে আশা,
করিওনা করে দান, দান-ভোগ আশা।

১৬

করি তীর্থ পর্য্যটন,
বিগ্রহাদি দরশন,

(১) বিনাশ (২) সৌরভে।

যে জন ধার্ম্মিক বলি ভাবে মনে মনে,
অবশ্য বঞ্চিত সেই হয় ধর্ম্মধনে।

১৭

ধর্ম্ম-তেজ নাহি যার,
হৃদয় ভাণ্ডারে তার,
হয় রে ভীষণ-ভাব কেমন প্রকার ?
এক চন্দ্র বিহনে যেমন অন্ধকার।

১৮

ধর্ম্ম-ভয় থাকে যদি,
সুবিমল হৃদি-নদী,
কুমতি-বাড়বনলে করোনা দাহন ;
করোনাকো অপলাপ উৎকোচ গ্রহণ।

১৯

ভুলোনা ভুলোনা মন
কভু যেন সেই ধন,
তোমার জীবন-ধন যে ধন ভুবনে ;
ভুলিলে তোমায় তিনি, বাঁচিবে কেমনে ?

২০

বলেনা, বলেনা মন,
ভব-বধ বহুজন,
লভিতে সে ধন যদি থাকে তব আশা ;
রহিলে চঞ্চল মন, পূরে কিরে আশা ?

প্রদীপ।

হে মানব! কি ভাবিছ মনে?
ভাবিছ কি এ সংসার, কেবলি সংসার সার,
ভব-কুঞ্জ বনে?

২

অমূলক চিন্তা করি সার,
হারাইয়া ধর্ম্ম-বল, কেমনে বুঝিবে বল,
সংসারের সার?

৩

দেখ দেখি, চাহিয়া নয়নে,
ধার্ম্মিক-কুসুম-দল, লভি যশঃ-পরিমল,
শোভিছে কেমনে?

৪

নাহি যার ধরমেতে মতি,
কেমনে হইবে তার, দুখ-রাশি পরিহার,
চরমে সুগতি?

৫

পশি এই কুসুম-কাননে,
হইয়া পলাশ-দল, বল দেখি কিবা ফল,
নশ্বর জীবনে?

৬

যদি চাও কল্যাণ-বিধান,
পরি ধর্ম্ম-পরিকর, রতনে যতন কর,
হয়ে সাবধান।

৭

হ'লে কভু সুদিন তোমার,
বৃথা করি অহঙ্কার, নাহি করো পরিহার,
নীতি-রত্ন-হার।

৮

দেখ দেখি, আমার জীবন
কত ক্ষুদ্র তোমা-চেয়ে; তবু কি সময় পেয়ে
আঁধারি ভুবন?

৯

থাকি আমি বসি এক স্থলে,
কিন্তু নাশি তমো-পাশ, উজলিয়া চারি পাশ
নিজ-ধর্ম্ম বলে।

১০

দেখ মোর বাক্-শক্তি নাই,
তবু যাঁর প্রেমে ভাসি, বিতরিয়া তেজোরাশি,
তাঁরি গুণ গাই।

১১

তুমি কেন, হে মনুজ? ভবে,
হেরিয়া নিকটে দিন, তবু কাটাইছ দিন,
বৃথা এই ভবে?

১২

ভেবেছ কি এ ভব-বিপিনে,
বিদ্যা-বুদ্ধি-ধর্ম্ম-চয়, জন্ম-মৃত্যু সব (ই) হয়,
ভাগ্যের অধীনে?

১৩
ভাগ্যে যাহা আছে রে লিখন !
নাহি রে খণ্ডন তার, এই কি ভেবেছ সার,
মূঢ়ের মতন ?

১৪
যদি তাই হবে রে নিশ্চয়,
তা হ'লে থাকিতে প্রাণ, কেমনে জগত প্রাণ,
প্রাণ কেড়ে লয় ?

১৫
দেখ মোরে পেলে অযতনে,
দশী-তৈল দেহ-আয়ু থাকিতেও, প্রাণ বায়ু
হরে প্রভঞ্জনে।

১৬
কিন্তু যদি থাকি সযতনে,
বাঁচি নিয়মিত কাল, পেলে তৈল চিরকাল,
না ডরি মরণে।

১৭
এইরূপ জীবের জীবন
হ্রাস হয় অযতনে, বৃদ্ধিপায় সযতনে,
না হয়ে নিধন।

১৮
তাই বলি ভাগ্যের লিখনে,
করি আস্থা নিরূপণ, হ'য় না অলস মন,
ভব-কুঞ্জবনে।

মনুষ্য ও মশকের বিবাদ।

১

মনুষ্য——

রে মশক! কি কারণে এত গর্ব্ব তোর;
কি সাহসে, কোন্ বলে করিয়ে নির্ভর,
হেরিয়ে মানবে ঘোর নিদ্রায় বিভোর,
বিষম দংশনে তাঁর সুখ-নিদ্রা হর?

২

সাজে কি তাহার কভু এত গর্ব্ব করা,
কীটাণু বলিয়া সেই গণনীয় হয়,
চপেটে (১) তাহার প্রাণ পরিহারে (২) ধরা,
বালকের করে যার জীবন সংশয়?

৩

ধিক্ ধিক্ ধিক্ তার জনমের ধিক্,
যাহার জনমে পর অপচয় হয়;
ধিক্ তার সাহসে, গরবে শতধিক্,
যাহারে হেরিলে, হয় ঘৃণার উদয়।

৪

তার মত কীণাশ (৩) কি আছেরে জগতে,
যার মন সদা পাপে কলুষিত রয়,
থাকুক অন্যের কথা, আপন পুত্রেতে
যার নাই লেশ মাত্র দয়ার সঞ্চয়?

(১) চপেটাঘাতে। (২) পরিত্যাগ করে। (৩) নীচ।

৫

কি সাহসে রে মশক ? গুণ্ গুণ্ স্বরে
মুহুর্মুহুঃ মানবেরে কর জ্বালাতন ?
জান না কি,—মানব এ অবনী ভিতরে
বুদ্ধি বলে জিনিয়াছে সব জীবগণ ?

৬

অরে রে নির্ব্বোধ। তোর একি ব্যবহার,
নাহি ডর তারে, যার রাজ্যে বাস কর ;
তার প্রতি সদা হেন পরুষ আচার,
এ অপেক্ষা কিবা আর আছে লজ্জাকর ?

৭

কেন রে তাঁহার প্রতি হেন অত্যাচার,
বারণ যাঁহার বল সহিতে না পারে ;
যার ক্রোধ-অনল জ্বলিলে একবার,
মুহূর্ত্তে নাশিতে পারে তোমা সবাকারে ?

৮

জীবনের সাধ যদি থাকে তোর মনে,
এখনো কহিনু, ছাড় সব অত্যাচার ;
না কর পরুষ ভাব মানবের সনে ;
এখনি অসার গর্ব্ব কর পরিহার।

১

মশক——

রে মানব ! হাসি পায় শুনি তব কথা ;
নির্ব্বোধ মোদের তুমি বল কোন্ মুখে ?

কোন্ গুণে হেনদর্প করিছ অযথা,
কেন হেন বাড়াবাড়ি করিছ সম্মুখে ?

২

ভেবেছ কিএ জগতে নাহি কোন জন,
তোমা হেন বুদ্ধি বলে সবার প্রধান ?—
তাই বা নির্ব্বোধ বলি করিছ গণন
হেরিছ যাহারে তুমি, ভব সন্নিধান ?

৩

বল দেখি রে মানব ! ভবেশ মহিমা
ভুলিয়া যে জন, বৃথা পরনিন্দা করে,
অথবা দেখায় যেবা, আপন গরিমা,
সুবোধ কি নির্ব্বোধ সে, জগৎ ভিতরে ?

৪

বটে বটে বুদ্ধিবলে তুমি বলীয়ান্,
বটে বটে বুদ্ধিবলে জিনেছ সবারে,
কিন্তু বল, ধর্ম্ম-বল করিয়ে সন্ধান,
কোথা, কোন্ দিন, তুমি জিনেছ কাহারে ?

৫

বল দেখি রে মানব ! জগৎ প্রান্তরে
ক্রূর বুদ্ধি যার মাত্র সরবস (১) ধন,
ধর্ম্ম-বল নাহি যার তিলেক অন্তরে,
কেমনে মহত্ত্ব লাভ করিবে সে জন ?

---

(১) সমগ্র।

৬

কেমনে মানব ! তুমি আমা সবাকারে
রাজদ্রোহী বলি, হেন কর অপবাদ ?
না চিনি ভবের ভব, এ ভব মাঝারে
আপনি হইতে ধব করেছ কি সাধ ?

৭

মরণের ডর তুমি দেখাইছ কারে ?
ডরুক মরণে ভীরু কাপুরুষ নর ;
ধরম যাহার সার সংসার আগারে,
মরণে তাহার, বল, কিবা আছে ডর ?

৮

অমূল্য তনয়- স্নেহে হেরিয়ে বিরত,
নিতান্ত নির্ম্মম মোরে করিছ গণন,
কিন্তু, বলদেখি, ভবে কেবা রহে রত
দিতে ধন তারে, যার নাহি প্রয়োজন ?

৯

ধিক্ রে মানব ! তোর বুদ্ধি-বলে ধিক্ ;
যে বুদ্ধি-বিপাকে তোরা ভুলি হিতাহিত,
যে জন করিছে হিত, তারে দিয়ে ধিক্,
অরাতি বলিয়ে শেষে কররে অহিত !

১০

জাননা কি রে মানব ! জগৎভিতরে,
শিব-দাতা-ধাতা কারো পক্ষপাতী নন ;
সমভাব সদা, তাঁর সন্তান-নিকরে ;
কোন জীব, নহে কারো অহিত কারণ ?

১১

দেখনা মানব! মনে গণি একবার,
যে মশকে শক্রু, সম করিছ গণন,
সেই শক্রু, গুণ্ গুণ্ রবে অনিবার,
সাধে কিনা মিত্র সম, তব প্রয়োজন?

১২

সমলে থাকিলে হবে নানা রোগ তব,
হারাবে জীবন তুমি তাহে অসময়;
সেই হেতু বিধান করিয়ে ভব-ধব
সৃজিলা মলাতে, হেন কীট নিরদয়।

১৩

নিশাগমে, নিদ্রাবেশে যদি কোন জন
শয়ন না করে কভু মশারি ভিতরে,
সচেতন রাখি তারে, করি জ্বালাতন,
অহির দংশন হ'তে রক্ষিবার তরে।

১৪

এইরূপে, নিরবধি নানা ব্যবহারে,
হে মানব! তবহিত করিছি সাধন;
দিতেছি তোমারে শিক্ষা, বিবিধ প্রকারে,
নহিলে অকালে তুমি হইতে নিধন।

১৫

তাই বলি, ওহে নর! জগৎ ভিতরে,
যখন যে দিকে যাহা কর বিলোকন,
নাভাবিও তাহা যেন তব বিঘ্ন তরে,
না করো তাহাতে 'হংসা-বিষ বরিষণ।

১৬

যদি চাও ঐহিক কি পারত্রিক হিত,
অলীক আমোদ, দ্বেষ, কর পরিহার ;
ধর্ম্ম-পথে থাকি, সদা কর পর-হিত,
তাহ'লে মহত্ত্ব তব হইবে বিস্তার।

ভীমসিংহের বন্দি-দশা।

১

আহা বিধি! এই কি আমার
অদৃষ্টের ছিল হে লিখন ?—
হারাইয়া সব রাজ্য ভার,
অবশেষে হইনু বন্ধন!

২

কেন আর এ ছার জীবনে ?
বাঁচিবার কিবা প্রয়োজন ?
ইচ্ছা হয়, সমরপ্রাঙ্গণে
পশি আজি, নাশি শত্রুগণ!

৩

ছিনু আমি রাজ রাজেশ্বর,
কতজনে সেবিত আমারে,
কত দ্রব্য কত অনুচর
যোগাইত, কত সমাদরে!

৪

কত প্রজা কুবেরের সম,
কত শত কর—উপহার
করিদান সমাদরে মম
পূরিয়াছে অক্ষয় ভাণ্ডার!

৫

প্রভাতের হাসি মুখ-খানি,
বন্দিগণ হেরিয়া নয়নে,
গুণ গানে কত কি বাখানি,
জাগাইছে থাকিলে শয়নে?

৬

মম দাপে পৃথিবী কাঁপিত;
মম সনে করিবারে রণ
কোন্ জন কভু না আসিত,
মম নাম করিলে শ্রবণ।

৭

কিন্তু হায়! সেদিন যখন
হারায়েছি, মম ভাগ্য-দোষে,
পারিব কি লভিতে এখন
ভাগ্য-লক্ষ্মী, নিজ ভাগ্যবশে?

৮

কিবা করি না হেরি উপায়,
সব দিক হেরি অন্ধকার?
অধীনতা-নারকী অমায়
ঘেরিয়াছে, নাহিক উদ্ধার?

৯

দিন হ'ল, আলো হ'ল, তবু
সুদিনের দেখা নাহি পাই,
ঘটে নাই যাহা ভাগ্যে কভু,
ঘটাইল বিধি, ভাগ্যে তাই ?

১০

প্রাণি-কুল প্রীতির নয়নে
হেরিতেছে সব প্রীতিকর,
আমি হেরি আকার-প্রাঙ্গণে
সব বিষময়, বিঘ্নকর ?

১১

হা বিধাতঃ ! এ কি বিধি তব,
দিয়ে মোরে স্বাধীনতা ধন,
পরিশেষে কেড়ে লয়ে সব,
দুঃখ-নীরে করিলে মগন ?

১২

নাহি কি হে করুণার লেশ ?
তব হৃদি পাষাণে নির্ম্মিত ?
দুর্দ্দশার করে এক শেষ,
তবু সাধ নাহ'ল পূর্ণিত ?

১৩

স্বর্গাদপি গরিয়সী বলি
দেবগণ বাখানি যাঁহারে (১)
স্বাধীনতা-রত্ন-হারাবলী
হরি, কেন কাঁদাও তাঁহারে ?

(১) এস্থলে জন্মভূমি।

১৪

এ কি ! বৃথা বিধি নিন্দাবাদ
কেন আজি হ'ল এ আননে ?
নিজ সাধে হেরি অবসাদ,
বিধিবাদ ভণে মূঢ় জনে !

১৫

কেন আমি রণ মাঝে পশি
অবিরাম করিয়া সংগ্রাম,
দিয়ে প্রাণ, অরি না বিনাশি,
হীন বেশে বন্দি হইলাম ?

১৬

এর ফল ভুগিতেই হবে,
যত দিন র'ব শত্রু-মাঝে ;
যতদিন না হবে না হবে
দেশোদ্ধার, পুনঃ রণ সাজে ।

১৭

রাজ্যহারা ভিখারীর সাজে
সঁপি (১) এবে স্বাধীন জীবন,
কোন্ বলে রহি শত্রু মাঝে,
ঘুচাইব দেশের বন্ধন ?

১৮

কি উপায়ে হইয়া উদ্ধার
লভিব সে স্বাধীনতা-ধনে,
উদ্ধারিব প্রকৃতি-সম্ভার ?
কিছুই ত না হেরি নয়নে ?

---

(১) সমর্পণ করিয়া ।

১৯

কোথা গেল বল-বীর্য্য-ধন ?—
যাহে স্বধু করিয়া নির্ভর,
বুদ্ধি বল করিয়া যোজন,
অরিন্দম হয় বীরবর।

২০

ধিক্ ধিক্ ধিক্ সে জীবনে
যে জীবন অসারতা ময়,
যে জীবন ভীরু তার রণে
রাখি তাহা কিবা ফলোদয় ?

২১

লভি এই মানব জীবন,
যদি মানবতা পরিহরি,
কেন তবে জীবন ধারণ ?
কিবা ফল বৃথা নাম ধরি ?

২২

প্রাণপণ কার আমি আজি
করিব রে—করিব সংগ্রাম ?
বিনাশিয়া চির-শত্রু-রাজি,
জাগাইব স্বাধীনতা-নাম !

২৩

কোথা মম হৃদয় রতন
ভালবাসা প্রকৃতি-মণ্ডলী ?
চাও যদি স্বাধীনতা-ধন,
নাহি ডরি শত্রু—মহাবলী,—

২৪

যাও রণে, যাও এই বেলা ;
সময় বহিয়া যদি যায়,
কে রক্ষিবে হয়ে তবে ভেলা
দাসত্ব-নরক হ'তে ? হায় !

২৫

জনমিলে এক দিন ভবে,
যত কেন কর না যতন,
এক দিন মরিতেই হবে,
এ বিধির না হবে খণ্ডন।

২৬

তাই বলি করি প্রাণ-পণ
চল সবে ত্বরা করি রণে ;
"মরি বাঁচি" না করি গণন,
ন্যায় রণে নাশ শত্রুগণে।

২৭

স্বাধীনতা স্বদেশের লাগি
রণভূমে প্রাণ যদি যায়,
নাহি হবে নরকের ভাগী,
স্বর্গবাসী হইতে যে চায়।

২৮

মানে মানে মরিলে এ ভবে,
মরণেও না হবে মরণ ;

শুভ্র যশঃ চিরকাল রবে,
মান-হীনে জীবনে মরণ।

অদ্বিতীয় দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

হে মাতঃ! ত্রিগণব্রতী, (১) মানসব্রত সঙ্গতি, (২)
সুধাময় তব দানে কত সুধা রয়েছে,
বলিতে অক্ষম তাহা, কে বলিতে পারে? আহা!
তাইতে মূকের মত মৌনী হ'তে হয়েছে।
ধ'রি বুকে তোমা ধনে, চিরস্থায়ী কীর্ত্তি-ধনে
লভি, বসুমতী ধনি শত ধন্যা হয়েছে;
নৈলে করি হেন দান, কে রাখিত তাঁর মান,
কেবা ঘুচাইত তাঁর যত দুঃখ হয়েছে?
যেরূপ কালের গতি, কিবা ধনী, কি ভূপতি,
তেলে শিরে তৈল দানে পরাঙ্মুখ হয় না;
যশঃ উপার্জ্জন তরে, ধনাঢ্যকে ধন ক্ষরে,
বারেক দরিদ্র-পানে কটাক্ষেও চায় না;
ভোগ সুখ ভুঞ্জিবারে, অগণন উপহারে,
শ্বেতাঙ্গের তুষ্টি হেতু করে কত যতন,
হীন-রোগ-গ্রস্ত জনে, সাহায্য-বটিকা-বিনে
হারায় জীবন, তবু নাহি মিলে রতন।
হেরি হেন ভাব গতি, কত বা অনন্য গতি,

---

(১) ধর্ম্মার্থকাম। (২) অহিংসা, সত্য, দান, ব্রহ্মচর্য্যাদি।

হতাশ-ইন্ধন মাঝে পঙ্গ সম পড়িয়ে,
চিন্তারূপ হুতাশনে, দগ্ধ হয়ে অনুক্ষণে,
থাকে যেন ধরা মাঝে মৃত-দেহ ধরিয়ে !
যত দিন নাহি পায়, তব করুণা-আশ্রয়,
তত দিন এই ভাবে চিন্তা-জ্বরে জরিয়ে,
মরে শেষে হীন বেশে ; কিন্তু যদি ভাগ্য-বশে
লভে তব কৃপা তরী, তবে যায় তরিয়ে।
তব কৃপা-বল কত, কি আর কহিব কত ?
পেয়েছি সে পরিচয়, দিয়ে ভার বহন,—
যে দিন রজনী যোগে, ভুগি আমি নানা ভোগে,
নানা রূপ চিন্তানলে হয়েছিনু দহন ;
যে দিন নিশীথ কালে, নিরাশা কুহক-জালে,
আবরিয়া হৃদ-পদ্ম, আশাঙ্কুর নাশিল ;
যেই কুক্ষণদা হ'তে, দেখেছিনু চারিভিতে,
কালের কুটিল চক্রে দুঃখ সেতু ভাসিল ;
বিধিকে হেরিয়ে বাম, যে নিশীথে ভাবিলাম,—
বুঝি মোর আশা-লতা সুফল না ফলিবে,
বুঝি রবে যত দিন, ধরা মাঝে দীন হীন,
দিনেকের তরে তারা সুখ নাহি লভিবে।
এইরূপ নানা মনে, বসি চিন্তা-সখী সনে,
যেমন "সাহস-ভর" ক'রিয়াছি মনন,
অমনি স্মরণ যেন, ভ্রূ ভঙ্গিয়ে বলিলেন,—
"স্মরহ যাঁহার চিত্ত দান-যোগে মগন।"

এ ভারতী আচম্বিৎ, (১) হয়ে স্মৃতি-পথোদিত,
হৃদয়-সরোজে, আশা অঙ্কুরিত হইল ;
তখন শরৎ শশী, যেন সিত পক্ষে পশি,
চিত্ত-চকোরের তৃষা সুধা দানে নাশিল।
মাগি কৃপা মনোমত, পেলাম তা বিধিমত,
চিন্তার দহন (২) দাহ আর নাহি দহিল ;
দুখ-নিশা অস্তমিল, সুখ-উষা সমুদিল,
আশার সফল হ'ল সুখে মন মোহিল।
এইরূপ যত জন, কিবা ধনী, কি অধন,
অসময়ে পড়ে যবে লয় তব শরণ,
তখনি করুণেশ্বরি। ত্বরাও সে জীর্ণতরী,
ভাসমান রত্ন-তরু করি তাহে যোজন।
তোমার করুণা-বল, লভিয়ে মনুজ দল,
"শতবলে বলীয়ান্" মনে হেন গণিছে ;
হেরি তব কৃপা-তরী,— জীবগণ ক্ষেমঙ্করী,
কত মতে কত জন তব যশ ভণিছে।
যথা বরিষার ধারা, চাতকের মনোহরা,
সাধ্য কি যে জলধিগা(৩)তার তৃষা বিনাশে;
তেমনি মা তব দান, পূরে যাচকের মান,
ধিক্ সে ধনীর দান, যাহা ভোগ বিলাসে।

---

(১) কথা।
(২) অগ্নি। (৩) নদী।

সাধে কি জগত-জন, কিবা ধনী কি নির্দ্ধন,
"অদ্বিতীয় দানশীলা" তব নামে বলিছে ?
এ ধরা হেরিয়া মরু, হইয়াছ কল্পতরু ;
সাধে কি দীনের সাধ মনোমত ফলিছে ?
পত্রিকাদি হেরি যত, তব গুণ কত মত,
বর্ণিয়াও শেষ কভু পারিছে কি করিতে ?
বসুধা বেষ্টিত যার, কীর্ত্তি-সিন্ধু-সুধাধার,
পারে কি শুকৃতি সেই সিন্ধু শূন্য করিতে ?
তব দান অনুপম, কিবা আছে এর সম,
যাহে দীন-হীন-মন সুখ-হারে শোভিছে ?
কবি গুণ বর্ণি যার, নাহি পায় পারাপার,
যা হেরি অব্যয়িগণ, দানে জ্ঞান লভিছে ;
যে গুণ স্বচক্ষে হেরি, কমলা ত্রিদিবা ছাড়ি,
তব পাশে থাকি সদা, যোগাইছে রতন,
সাধ্য কি এ মূঢ় জন, করে সে গুণ বর্ণন,
কবিতা-কুসুম-মালা গাঁথি মনোমতন ?
তবে যে এ মূঢ়মতি, কুটিল কুলকাকৃতি (১)
অমিল অসার হার করে পদে বরণ,
সুধু মাত্র এই আশে, কভুকি জননী পাশে,
নিগুর্ণ তনয় প্রতি হয় স্নেহ বারণ ?
দেখ মাতঃ! যেই দিন, তব পুত্র মতি-হীন,
পড়িয়ে বিপাকে, তব লইলেক শরণ,

(১) (কুলক, কবিতাবলী অকৃতি, অযোগ্য) কবিতার অযোগ্য।

সে দিন তুমিই তার, বিনাশিলা তুখ-ভার,
অদীন কৃপার বলে করি সাধ পূরণ।
লভি কৃপা তব ধৃত, (১) হয়ে অতি উপকৃত,
চিরদিন তরে, আমি তব ঋণী হয়েছি;
শুধু নয় তব ঋণী, তোমায় দিলেন যিনি,
দয়া ধন, তাঁর পাশে চিরঋণী রয়েছি।
অয়ি পরহিত ব্রতে! করি দান বিধিমতে,
করিলে ভারত-মাঝে যেই যশঃ ঘোষণা,
সেই সব যশোরাশি, উত্তাল তরঙ্গে ভাসি,
ভাসাক (২) মহেশ যশঃ, করি হেন বাসনা।
ঈশ্বর এ বর দিন, তুমি মাতঃ! চিরদিন,
সুস্থকায়ে, সুশাসনে, করি রাজ্য শাসন,
ভুঞ্জি প্রজাবৃন্দ সহ. স্বর্গ-সুখ অহরহ;
"স্বর্ণময়ী" নামে যেন ভাসে (৩) ভব-ভবন।

বসন্ত কাল।

শিশির হইল অন্ত বসন্ত উদিল,
রবি, শশী, মনোহর রূপে প্রকাশিল।
দুরন্ত হেমন্ত হিম ঋতুর উদয়ে,
শশধর পত্নী (৪) হার—তারকা লইয়ে।

(১) স্থিত। (২) প্রকাশ করুক। (৩) দীপ্তি পায় (৪) রাত্রিকে চন্দ্রের পত্নীস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে।

শীকর (৫) কোয়াসা-জালে, হয়ে জড়ীভূত,
দারা সহ শোকানলে ছিল অভিভূত।
শীতঋতু অবসান হেরি নিশাপতি,
হইল বিমল ফুল্ল বিভাবরী-সতী।
তারাময় হার পরি হয়ে অলঙ্কৃত,
মুহূর্ত্তেকে স্বামি পাশে হ'ল উপনীত।
প্রিয়ার মানস বুঝি, পূরিতে মনন,
শশাঙ্ক সহাস্যে সুধা কৈল বরিষণ।
পতিদত্তা সুধা ভুঞ্জি, হরিষ অন্তরে
আজ্ঞা দিলা নৃত্য তরে নর্ত্তক চকোরে।
বিচেত বিটপী, বল্লী, যাঁহার পরশে
সুধাময় হিম-অশ্রু ক্ষরে প্রেম-রসে।
মনোলোভা যাঁর আভা বৈকুণ্ঠে বিরাজে,
নিশানাথ তোষে যাঁরে মনোহর সাজে।
বিশ্রাম দায়িনী, যাঁর মুরতি মোহিনী,
কাব্যক্ষেত্রে যেই সুধু সুফলদায়িনী।
তাঁহার আদেশ, বল কেমনে চকোর,
অমত করিবে, হয়ে রসিক কিঙ্কর।
যেমন নাট্যের কথা শ্রবণে পশিল,
অমুনি নিমেষে তথা উপনীত হ'ল।
দোসরী চকোরী লয়ে নানা রঙ্গভরে,
ভুবনমোহন গীত তুলি বীণাস্বরে।

---

(৫) জলকণা।

কভু ঊর্দ্ধ, কভু অধঃ, কভু চক্রাকারে,
নৃত্যের লহরী ভঙ্গে তুষিল সবারে।
বৃক্ষে বসি পিকরাজ কুহু কুহু স্বরে,
বরষি অমিয় যেন শ্রবণ বিবরে,
প্রেমের তরঙ্গ তুলি বিভু-পদ ভজে, (১)
বিমোহিল প্রেমিকের মানস-সরোজে।
কোথা বা খদ্যোত-কুল টিপ্ টিপ্ করে,
উজলিল প্রকৃতিকে ক্ষণস্থায়ী করে।
কোথা বা ঝিরিকা-দল ঝিঁঝি ঝিঁঝি রবে,
বন্দি সম বন্দনায় বন্দিল কেশবে।
কোন স্থলে ফেরুপাল ভীম "হোয়া স্বরে,"
"কে জাগ" বলিয়া যেন জাগাইল নরে।
হেরি হেন অপরূপ রূপ সুবিমল,
অসীম আনন্দনীরে হইয়া বিহ্বল,
ক্রমে বিভাবরী, শশী, হ'ল অস্তমিত;
রবি সম্ভাষিতে উষা হ'ল উপনীত।
সতীর অবাধ্য হবে, কাহার শকতি ?
পূরিতে সতীর সাধ, অতি দ্রুতগতি
দিবাকর স্বীয় কর প্রকাশি গগনে,
উপনীত হ'ল আসি উষার সদনে।
যাঁহার (২) প্রভায় দীপ্তি পেয়ে ধরাধর,
ঝরিছে নির্ঝরছলে মুকুতা-নিকর,

(১) ভজনা করিয়া। (২) দিবাকরকে বুঝাইয়াছে।

যাঁর তেজে তেজস্বিনী হয়ে বসুমতী,
ধরিছে সন্তান-রত্ন বিবিধ মুরতি,
ক্ষিতি-বায়ু-ব্যোম-বারি, যাঁর শক্তি-বলে
নিপাত বা সন্নিপাত (১) হয় সুকৌশলে,
সে ভানু উদয়াচলে হলে উপনীত,
প্রকৃতি কেমনে বল রহিবে স্তম্ভিত ?
রবি-করে পূর্ব্বাশারে (২) হেরি আলোকিত,
প্রকৃতির হৃদি-পদ্ম হ'লো বিকশিত।
ফুটিল কুসুম-কলি, গন্ধে আমোদিল,
মধু লোভে মধুকর আসিয়া জুটিল।
হেরিয়া কুসুম-রাজী হৃদে অলি-দল,
বিকসিল মনোলোভা মধু সুবিমল।
ক্রমে দিবাকর, কর প্রকাশি গগনে,
রঞ্জিত করিল কিবা লোহিত বরণে ?
রক্তবর্ণ নভস্থল করি বিলোকন,
মৃদুল হিল্লোলে বহি মলয় পবন
বিটপীর পত্র লয়ে, সর্ সর্ স্বরে,
চামর ব্যজনে যেন মনোপ্রাণ হরে ?
খগ-কুল হৃষ্ট মনে মিষ্ট আলাপনে
মোহিল জগৎ-মন বসি কুঞ্জবনে।
গোপাল গোপাল যত গোঠে চরাইল,
কৃষক কর্ষিতে মাঠ, হল চালাইল।

(১) একত্র মিলন। (২) পূর্ব্বআশা—পূর্ব্বদিক্।

ভাবুক ভাবনা-রসে মন মজাইল,
দেখিতে দেখিতে খর মধ্যাহ্ন আইল।
প্রচণ্ড কিরণে জীব ব্যথিত হইল,
তাই সবে হেনকালে বিশ্রাম লইল।
হইলে মধ্যাহ্নগত পুনঃ জীব-গণ
আপন কর্ত্তব্যকামে নিবেশিল মন।
হ'লে দিবা অবসান রবি অস্তগত,
হরষে আলয়ে সবে হইল আগত।
আবার মুহূর্ত্তে সেই বিভাবরী সতী।
আহা! কি মধুর ভাব বসন্ত উদয়ে,
রসাল——আলক-নাথ (১) মুকুলিত হয়ে
জানাইছে, দেখাইছে আপন গরিমা!
শুনি নাই হেরি নাই কভু চরাচরে
পুরুষে প্রসূতি ভাব অবনী-ভিতরে;
ধন্য ধন্য মধু মাস! কুহক তোমার
দেখালে, রসালে দিয়া মুকুল-সম্ভার।
ধন্য সে চক্রীর চক্র! সংসার-আগার
ভুগুয় যাঁহার চক্রে ভাগ্য-চক্রাধার (২)।
ভাগ্য-বশে কুসুমিত হেরিয়া কান্তেরে,
আলক লুকায়ে মুখ ঘৃণা-লজ্জা-ভরে

---

(১) আলক লতা, কেহ কেহ ইহাকে স্বর্ণলতা কহে।
(২) নিয়তি দেবি।

বন্ধ্যা সম আজীবন করিতে যাপন,
আর না দেখাতে মুখ লতা-সকাশন,
(বুঝি পাতকের ভয়ে পদ পরিহরি),
লুকাইল মুকুলিত পতি-শিরোপরি ?
বসন্তে যে দিকে আমি নয়ন ফিরাই,
মনোহর কত হেন দেখিবারে পাই ?
এরূপ আশ্চর্য্য শোভা করি বিলোকন,
ঈশ্বরে না মুগ্ধ হয় কোন্ মূঢ় জন ?

উষাকালে একটী গোলাপ দেখিয়া।—

কে তুমি লো উষাকালে হাসিতেছ মৃদু মৃদু ?
কার তরে এত হাসি হাসিছ লো সুবদনি ?
কোন্ নাথে বিমোহিতে তুলেছ ও হাসি-মুখ ?
কে তোমারে প্রেমে মাতি এত হাসি শিখাইল ?
কার তরে বিধু-মুখি ! খুলিয়া ও হৃদি খানি,
বিতরি মধুপে মধু, মধু-গান গা(ও)য়াইছ ?
কে তোমার ভালবাসা ? কেবা তাহা দেখাইল ?
কার ভালবাসা আশা ভাবিছ বিরলে বসি ?
কার পানে চেয়ে আছ লাজ-ভয় পরিহরি ?
কার তরে কান্দিতেছ প্রেম-অশ্রু-নীরে ভাসি ?
কার তরে চারু-আঁখি ! সেজেছ বিমল রাগে ?
কে তোমারে ভালবাসি হেন ভাতি প্রদানিল ?

কাহার সুবাস-রাশি ছড়াইয়া চারি পাশে
হইছ জগতী-তলে শত গুণে আদরিণী ?
কাহার সুনীতি যথা "দুখ-মূল সুখ-রাশি"
শিখাইছ চারুশীলে ! কণ্টক-বসন পরি ?
কহলো কহলো ধনি ! কহ মোরে কৃপা করি
বারেক দেখাতে মোরে পার কি সে গুণমণি ?

ইষ্ট-চিন্তা।*

একদা বিজনে বসি মুদিয়া নয়ন,
ভাবিছি ভবের ভাব সংসার ভিতরে,
হেন কালে চিন্তা-সখী সম্বোধিয়া মোরে
জিজ্ঞাসিলা, যেন কুতূহলে, কহ সখে !—
"কেন বলি স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতা ?
কেন বলি মাতা হ'তে পিতা পূজ্যতম ?
কেন বা শিষ্যের কাছে শিক্ষক পূজিত ?
কেন মন্ত্রদাতা পূজ্য পিতার সমান ?
কেন পতি-পরায়ণা করিছে গণন,
পিতা হ'তে পূজ্য পতি ভবের ভিতরে ?
কেন বা জগৎপতি অতি পূজ্য পাদ,
পিতাও নহেন পূজ্য তাঁর সমতুল ?
কেন বা স্বরগ-ধাম পূজ্য ভব ধামে ?

* এই বিষয়টী কবিবর ৺ মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের অমিত্রাক্ষর ছন্দানুকারে লিখিত নহে, সুতরাং সেই ছন্দে না পড়িয়া যতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া পয়ার ছন্দের মত পড়িতে হইবে।

কেন বা জনম-ভূমি তা হ'তে পূজিতা ?"
শুনি হেন নীতি পূর্ণ পুরাণ-কাহিনী
সখী-মুখে, প্রশ্ন-ছলে, হইনু বিহ্বল ;
হইনু বিকল ভাবি কেমনে তুষিব,
স্বরূপ উত্তরদানে, সখীর অন্তর ?
হেন কালে স্তম্ভিত হেরিয়া জড় প্রায়,
কহিলা আপনি সখী স্বরূপ উত্তর ;—
কহিলা নীরবে মোরে, "অয়ি প্রিয় সখে !
বল দেখি, জনমিলা যাঁহার জঠরে,
যাঁহার পীযূষ পিয়ে রক্ষিলা জীবন,
না খেয়ে খা(ও)য়ায়ে যিনি কত কষ্ট করে
করিলেন এতকাল লালন পালন,
যিনি স্বধু তব সুখ-সাধনের তরে
করিছেন সদা ধ্যান বিভুর চরণ,
এ হেন জননী বিনা জগতী ভিতরে
স্বর্গাদপি গরীয়সী আছে কি গো আর ?
যে পিতৃ ঔরসে তুমি জননী-জঠরে
লভিলা জনম-অস্থি-বল-পরিকর,
যাঁহার জীবনে রহে জননী জীবিত,
যাঁহার মরণে হয় সংহতি তাঁহার ;
এমন জনক কিহে সংসার ভিতরে
নহেন জননী হ'তে অতি পূজ্যপাদ ?
যে জন তোমায় দিলা বিদ্যা মহাধন,

যাঁহার প্রসাদে হও জগত পূজিত,
যাঁহার নিকটে পেলে হিতাহিত জ্ঞান,
সে জন তোমার কি গো নহেন পূজিত ?
যে প্রভু করেন দান জ্ঞান-মন্ত্র কাণে,
যাঁহার প্রসাদে হও ধরমে দীক্ষিত,
যিনি ভ্রম-তম-রাশি নাশিবার তরে
নানা মত মূল-মন্ত্র শিখান তোমায়,
যাঁর মন্ত্র-বলে হয় স্বরগে গমন,
এসেছ ধরায় যথা পিতৃ তেজোবলে,
সেই মন্ত্রদাতা এই ভবের ভিতরে
কেন না হইবে পূজ্য পিতার সমান ?
যাহারে করিয়া বালা জীবন-প্রদান
জীবনে জীবন ভাবে, মরণে মরণ,
যাঁহার প্রণয়-পাশে চিরবদ্ধ বালা,
যাঁর দুখে দুখ তার, যাঁর সুখে সুখ,
যার করে পিতৃদেব করিলা প্রদান,
যত স্বত্ব ছিল তাঁর বালার উপরে,
সেই জনে পতিরতা পূজ্য পিতা হ'তে
কেননা করিবে গণ্য পূজ্য তম বলি ?
জনম লভিলা তুমি যাঁহার কৃপায়,
জননী-জঠরে, পূজ্য পিতার ঔরসে ;
যে জন জঠর মাঝে যতনে তোমায়
পালিলেন, অনাহারে আছিলে যখন,

রাখিলেন মাতৃবুকে পীযূষ আধার,
যা দিয়া জননী তব রাখিলা জীবন ;
হইলা বসুধাপূর্ণ যাঁহার কৃপায়
ফল-শস্য-তরু-গণে, তোমাদের তরে ;
রবি-শশি-অনল অনিল-জল-স্থল
সাধিলা যাঁহার-বলে, তোমাদের হিত ;
যে বিভুর মহিমায় তোমরা সকলে,
রেখেছ জীবন, জন্ম লভিয়া ভূতলে ;
যিনি গো পিতার পিতা, সদা শিবময়,
পিতা হ'তে পূজ্যতম নন কিহে তিনি ?
যে স্থান এ ভব-ধামে দেহীর দুর্লভ,
কলুষের লেশ মাত্র নাই যেই স্থানে,
পাপীর পশিতে যথা নাহি অধিকার,
নাহি যথা শোক-দুঃখ তিলেকের তরে,
ধার্ম্মিক পুরুষ যথা ছাড়ি পৃথ্বী ধাম
অন্তিমে পরম সুখে সদা বাস করে ;
যে স্থান কেবল মাত্র পুণ্য ধাম ভবে,
তার সম পূজ্যধাম আছে কিগো ছুটি ?
না হয় জনম কারো যে স্থান বিহীনে ;
না হয় স্বরগ-লাভ ঘৃণিলে যাহায় ;
যার সম কমনীয় না হের নয়নে,
যাহার প্রকৃতি-সতী অতি মনোরমা,
যে স্থানের ক্ষণ সুখে বোধ হয় মনে

চির-স্বর্গ-সুখ যেন ভুঞ্জিতেছ তুমি ;
যে স্থানে জনমি, তুমি, জনক জননী
সেবিতেছ, করিতেছ জনম স্বার্থক ;
যে স্থানে বসিয়া তুমি মনের হরষে
পারিছ করিতে চিন্তা বিভুর চরণ ;
যে স্থানের স্বাধীনতা রাখিতে জীবন
সাধিলে সমর ক্ষেত্রে, লভিছ নির্ব্বাণ ;
তার সম দিব্য ভূমি আছে কিগো আর ?
নহে কি স্বরগ হ'তে সে ভূমি পূজিতা ?
এতেক কহিয়া সখী নিশ্বাস ত্যজিয়া
সুধাইলা পুণঃ মোরে—"অয়ি প্রিয় সখে !
কহ দেখি সত্য করি তোমরা সকলে
পুরুষ কি বালা নব্য—ভারত ভিতরে ?
শুনিত সকলি জান, কিন্তু কার্য্যকাশে
নিরখি নীরব কেন, কেন হীন-বল ?
কেন বীর-প্রসূতার দুর্গতি এখন ?"

মনের প্রতি উপদেশ।

ওরে মন ! কেন মুগ্ধ হইছ অযথা
লোভের আক্রমে তুমি ? ধর্ম্ম-ধন ভুলি
কেন হও বৃথা ধনে রত ? জান না কি
তুমি, জ্ঞান-মূস-ব্রহ্মঅস্ত্র আছে তব

কাছে ?—যাহা দিয়াছেন ধাতা বিশ্বনাথ
শাসিতে নরকে নেতা রিপু-পরিকরে।
থাকিতে এমন অস্ত্র হৃদি-অস্ত্রাগারে
না করি কটাক্ষ তাহে, কাপুরুষ সম
ধন ধন বলি মূর্খ ধর্ম্ম-ধন ছাড়ি
করিতেছ কেন বৃথা, কেন বৃথা লোভে
কলুষ সঞ্চয় তুমি ? দেখ নাকি চেয়ে
নিকটে বিকট-মূর্ত্তি শমন দাঁড়ায়ে
ভীম দণ্ড লয়ে করে ? ভাব নাকি মনে
কি কঠোর যম-দণ্ড সহিতে হইবে,
ছাড়ি যবে ভব-ধাম করিবে গমন !
হইবে বিচার যবে শমন-ভবনে !
লোভের আক্রম কিরে এতই প্রব
হ'ল তোর ? ধর্ম্ম-ভয় তুচ্ছ হ'ল মনে ?
ভাবিলেনা—দেখিলেনা চেয়ে—কি কঠোর
কর্ম্ম-ভোগ ভুগিয়াছে, ভুগিতেছে সবে,
লোভের আক্রমে পড়ি ধর্ম্ম-লোপ করে ?
বাসনা করেছ কিহে লোভের প্রসাদে
হইবে বরণ্য তুমি, মহা খ্যাতিমান,
ধন-বলে, নর-রাজ্য-মাঝে ? জান না কি
তুমি,—"কমলা চঞ্চলা অতি",— ধন জন
দুদিনের তরে, আজি আছে কালি নাই,
হয় ত হইবে চূর্ণ এখনি সে সব,

করাল কালের ভীম প্রচণ্ড কবলে ?
সুধু মাত্র ধর্ম্ম-ধন, উপার্জ্জিবে যাহা,
অক্ষয় রহিবে সদা, কাল-শির-দেশে ;
হইবে বরেণ্য তাহে দেবেন্দ্র সমাজে ;
ধন্যা হবে বসুমতী মাতা ; কীর্ত্তিতব
রবে চিরকাল ; গাইবে গায়ক-গণ
মনের হরষে তব কীর্ত্তি গুণাবলী ,
কবি-গণ কাব্যরসে মাতি, ভাসাইবে
ভবের ভিতরে, অতুল সম্মান তব ;
ভাসিবে তাহাতে তব রাজ্য নর-গণ
সমুজ্জ্বল করে, ভবধামে ; করিবেন
বিশ্বপিতা সুমধুর বোলে কত শত
আশীর্ব্বাদ, তোমায় তখন, লয়ে ক্রোড়ে ;
কতবার ধন্য ধন্য বলি করিবেন
বদন চুম্বন, প্রীতি ভরে, প্রেমময় ;
কহিবেন মধুর বচনে, মৃদুস্বরে—
“ দেখবাছা, এই কথা রেখো সদামনে,—
ধর্ম্মই অক্ষয় ধন সংসার ভিতরে ;
এ ধন-কুসুমে কাল-কীট নিরদয়
না পারে পশিতে কভু, না পারে নাশিতে ;
না পারে সহিতে এর শুভ্র তেজোরাশি
প্রাণ ভয়ে যায় পলাইয়া দূর দেশে ” ।
হায় হায় ! কেন তবে ছাড়ি হেন ধন—

সেই সুখের নিদান, অসার অনিত্য
ধনে করহ যতন রে মন ? থাকিতে
কাল ? ভাব না কি মনে—"অকাল হইলে
তব কি হবে দুর্গতি ? কেমন যন্ত্রণা
হবে সহিতে তখন, অনুতাপ বহ্নি
যবে করিবে দহন তব দেহ ? যদি
আজি এই বাল্যকালে হও মুগ্ধ, মূঢ়
মন ! অনিত্য-রতনে ; না করি যতন,
হেলায় রাখহ ধর্ম্ম-ধন, রাখ তাহা
বৃদ্ধকাল তরে, কি দশা হইবে তবে
রে মন ! তোমার ?—পূর্ণ হ'লে কাল তব
এই দণ্ডে আজি। কেমনে যাইবে তুমি
বৈজয়ন্ত-ধামে ? কোন্ ধন সঙ্গে যাবে
ধর্ম্ম-ধন বিনা ? ধন জন যত কিছু
তুমি ভাবিছ আপন বলি, সকলি ত
ওরে মন ! রহিবে পড়িয়া ; কিছুই ত
না হবে আপন, সেই শমন ভবনে,
রক্ষিতে তোমায় মূঢ় ! সে বিপত্তি কালে।
তাই বলি ওরে মন ! ধর্ম্ম-ধন ছাড়ি
হয় না বিপথগামী, লোভের কুহকে ;
বলনা কুকথা কভু ধর্ম্মকথা বিনা ;
করোনা ভ্রমেও যেন উৎকোচ গ্রহণ
কার কাছে ; করোনা হরণ স্বামি-ধন,

কিম্বা পর-সর্ব্বনাশ স্বার্থলাভ তরে ;
কুচিন্তা কিরাতে কভু নাহি দিও স্থান
তব-হৃদে ; আজীবন করো পরহিত ;
আজি কালি বলি, হওনা বিরত কভু
সুকার্য্য সাধনে ; গোঁয়ার বলিবে ভয়ে
বীর সমুচিত বীরত্ব ছেড়না ভীরু—
কাপুরুষ সম, রিপু-রণে, ধর্ম্ম- দেশ
রাখিতে স্ববশে। যদি কর মন এই
সময় থাকিতে প্রেমময় বিভুসনে
একতা বন্ধন, প্রেমবলে তা হ'লেই
নিশ্চয় জানিবে অবশ্য হইবে তব
স্বর্গলাভ, অন্তে অনাদির কৃপাগুণে।

সঙ্গীত।

বিদ্যাদেবীর নিকট তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা।

( )

কোথা গো মা জ্ঞানেশ্বরি ! কর কৃপা এ সন্তানে,
তুমি মা নিদয়া হলে কি কাজ এ ছার প্রাণে ?
লইয়ে শরণ তব, অমর হইছে সবে,
কীর্ত্তি-ফুল-দলে ভব পূরিয়া বিমল ঘ্রাণে !
এ ভব সাগর-তলে নিরখি যতেক ধন,
সবারি সমীপে আমি যেন হীন অভাজন ;

কমলা কুপিতা অতি নাহি ভয় তাহে মোর,
যদি থাকে মন-ভৃঙ্গ ও পদ-মদক পানে।
তোমাধনে যেই জন লভে সে এমনি ধনী .
নীচ হ'লে তবু যেন সদা সব-শিরোমণি ;
তাই মাতঃ! তব পদে লইনু শরণ আমি,
দেখি মান রাখ কি না, সুধা-তত্ত্ব জ্ঞান দানে

বিদ্যাদেবীর নিকট সৎ কল্পনা ও সৎ ইচ্ছা প্রার্থনা।

( )

অয়ি মা কল্পনা দেবি! কল্পনা করেছি আমি,
হই যেন তমোহীন, ও পদ সরোজগামী।
কর মাতঃ! কর দান সুকৃতি বাসনা মনে,
ভ্রম-মদে মাতি যেন না হই বিপথগামী।
জানি আমি ভব-ভরে ভকত বৎসলা তুমি,
তোমায় ভকতি ভাবে বাঁধে যেবা মনোভূমি,
দিয়া তত্ত্ব-জ্ঞান তারে, শোক,তম মোহ-রাশি
পলকে করহ লয়, হয় সে স্বরগগামী ;
তোমার করুণা-বলে কল্পনা লহরী-হারে
বাল্মীকি মহামুনি বিমোহিল সবাকারে ;
করিল দ্যুলোকে গতি, অন্তিমে, সে হার-গুণে,
হইল যতির খ্যাতি অনন্ত গীতিকা গামী।

ঈশ্বর অসংখ্য নহেন ; তিনি এক, তাঁহার অসংখ্য কীর্ত্তি গুণে অসংখ্য নামে আরাধনা হইয়া থাকে।

( )

কে বলে অসংখ্য হর ?
তিনি এক ব্রহ্ম পরাৎপর।
কাল-ভয় নাশি কালী, তম-মোহ হরি হর,
আবার পতিতকে তরায়ে তারা তারকব্রহ্ম নাম তাঁর।
অশিব নাশেন বলি শিবাখ্যা ভবে প্রচার,
তাঁর এইরূপ কর্ম্মানুযায়ী নামে পূর্ণ ত্রিসংসার।
যদি চাওরে ওরে ও মন! মুক্তিপদ লভিবার,
তবে ভজ ভক্তি-ভাবে মন এক ব্রহ্ম অনিবার।

নিষ্ঠা ভাবে ঈশ্বর আরাধনা।

( )

ভজরে মন সদাই হরি,
যাতে তরিবে জীবন-জীর্ণ তরি।
হরি গো পারের কর্ত্তা ভব পারের কাণ্ডারি,
মোরা শোক-দুঃখ-জলাবর্ত্তে তরি তাঁরি চরণ ধরি ?
হরি—সাকার কি নিরাকার সে সব বিতর্ক ছাড়ি,
ভজে সেইরূপে যেরূপে তাঁরে ভজিতে পার দৃঢ় করি।
ও মন,—ভজন সাধন তুচ্ছ নয় গো,ভজ হরি এমনি করি,
যেন একূল ওকূল দুকূল-পাকে কূল হারায়না জীবন-তরি।

ঈশ্বরকে সমৃশক্তি জ্ঞানে শক্তি ও অভয় প্রার্থনা।

(খাম্বাজ,—মধ্যমান)

তার গো মা নিস্তারিণি! দুস্তর এ কাল-পাকে,
তুমি না তারিলে তারা, কে তরাবে এ বিপাকে?
প্রবল কালের স্রোতে ফেলিছে কালের মুখে,
না তারিলে ভব-তারা তারা নাম কোথা থাকে?
দুর্ব্বলের বল তুমি, দেহ সত্ত্ব-বল মোরে,
নাশ কাল-ভয় কালি! কাল-কালকূট-পাকে।

ঈশ্বরের নিকট জ্ঞান প্রার্থনা।

(খাম্বাজ,—মধ্যমান)

বল নাথ! বল দেখি কেমনে এ মন-পাখী
এ দেহ-পিঞ্জর ছাড়ি পাইবে ও পদ-শাখী?
নিকটে নরকনাথ রেখেছ যে ফাঁদ পাতি,
কেমনে পাইবে পার পাপ-ফলে লোভ রাখি?
জানি ওহে দয়াময়! অধম-তারণ তুমি,
তার তার তার-ভয় জ্ঞান-তন্ত্রে বেঁধে রাখি।

ঈশ্বরের নিকট শান্তি প্রার্থনা।

(   )

বল গো বল গো পিতঃ! কোথা পাব শান্তিজল?
পড়িয়ে মনের পাঁকে (আমি) অশান্তি হেরি কেবল
পিতঃ! সংসার-সরসী-জল এমন যে নিরমল,
তবু যেন হলাহল (কেন) মম ভালে বরষিল,!

পিতঃ! বাহ্যিক দেখায়ে ভাল হয়েছিত বড়ই ভাল,
কিন্তু যে ভিতর-কাল (আমার) কাল হয়ে দাঁড়াইল!
পিতঃ! সংসারে মোর কেবল আসা যাওয়াই সার হল,
দিনে দিন ফুরাইল (হায় হায়) তবু শান্তি না মিলিল!

সমাপ্ত